মালখাঁনগর বসুঠাকুর পরিবারের বংশাবলী

ও

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(পুনর্লিখিত ইং ১৯৩০)

মালখাঁনগর সম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত
'ললিত ভবন'
১২এ, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২০

মালখাঁনগর সম্মিলনীর পক্ষে
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর কর্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য দেড় টাকা।

ভারতী প্রেস—৫, সান-ইয়াত-সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা–১২ হইতে
শ্রীকলিপদ নাগ কর্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৮ সনের আশ্বিন মাসে মালখাঁনগরে উপস্থিত বসুঠাকুরগণের প্রতিকৃতি

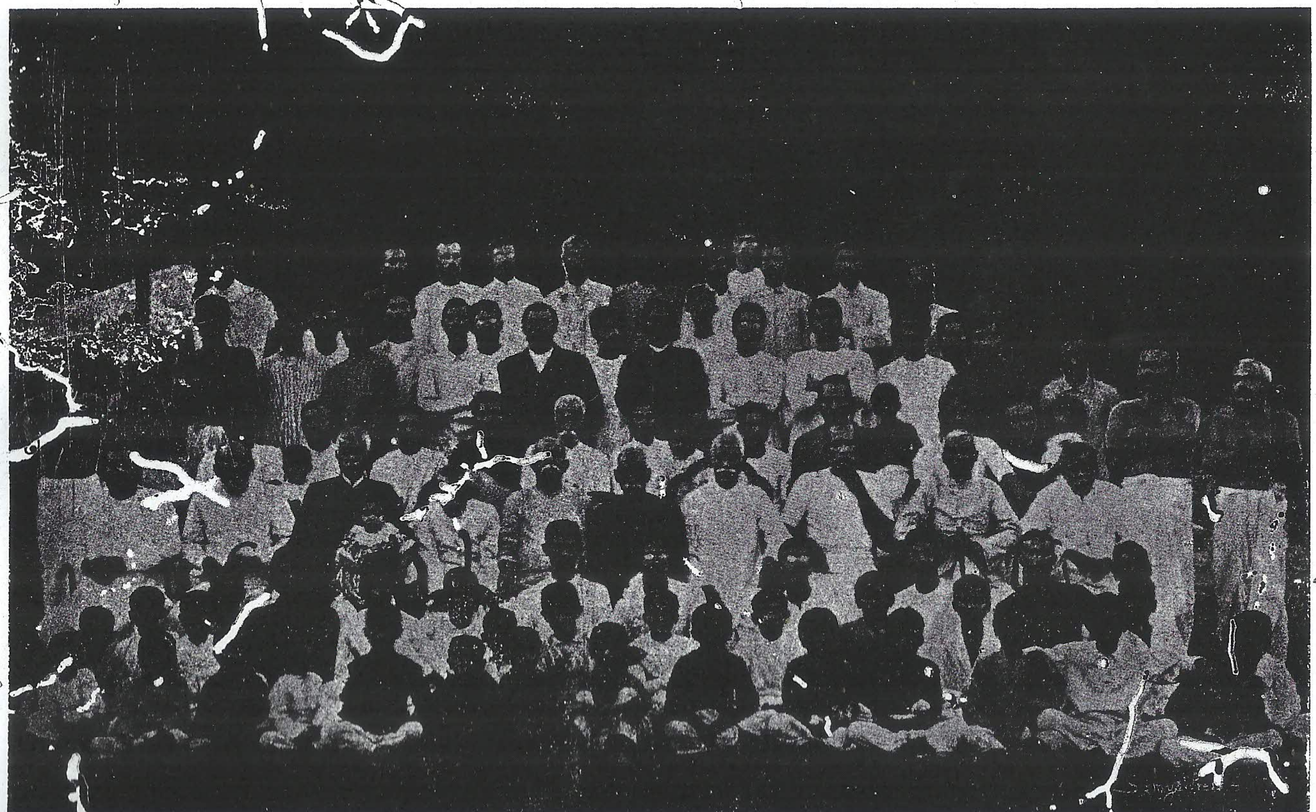

ভূমিকা

মালখানগর কেবলমাত্র বিক্রমপুরের নহে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। মালখানগরের বসুঠাকুরগণের খ্যাতিপ্রতিপত্তি, শিক্ষা, কৃষ্টি সমগ্র দেশের ইতিহাসের সহিত নানাভাবে জড়িত। ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে যখন ইংরাজী শিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃত হয় নাই সেই সময় মালখানগরের বসুঠাকুরদের উদ্যোগে তাঁহাদের গ্রামে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। যখন নারীশিক্ষা দেশে প্রচলিত হয় নাই সেই সময়ে বসুঠাকুরদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করে। কাজেই মালখানগরের ইতিহাস কেবলমাত্র বসুঠাকুরদের পক্ষে নহে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিকট একটি মূল্যবান সামগ্রী।

মালখানগরের বসুঠাকুরদের ইতিহাস ও বংশাবলী প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা করেন স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুর। তৎপর স্বর্গীয় প্রমথকুমার বসুঠাকুর ইংরাজী ১৯১৩ সনে বংশাবলীর আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তাহাতে প্রসিদ্ধ সেঘরা, তৎসংলগ্ন ইষ্টকফলক, প্রসিদ্ধ বকুল গাছ এবং তৎকালে গ্রামে যে সকল বসুঠাকুরগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়।

তৎপরে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত মালখানগরের বসুঠাকুরদের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মালখানগর সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বসন্তকুমার বসুঠাকুর মহাশয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন বসুঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসুঠাকুর মালখানগর সম্মিলনীর পক্ষ হইতে এই ইতিহাস প্রণয়নে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাহাদের উৎসাহে ও পরিশ্রমে ইহা সঙ্কলন করা সম্ভব হয়। পরে এই বংশাবলী ও ইতিহাস প্রকাশিত হইবার সময় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুঠাকুর বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন।

স্বর্গীয় নীলকান্ত বসুঠাকুর মালখানগরের আরেকটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অধুনাতম বংশাবলী প্রণয়ন করেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে যে ভাবে এই বিষয়ে অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। বাঙ্গালীর পক্ষে এই বয়সে এইরূপ উদ্যম খুব বিরল। দুঃখের বিষয় তিনি জীবিতকালে ইহা মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাঁহার রচিত ইতিহাস ও বংশাবলী এবং মালখানগর সম্মিলনী কর্তৃক প্রদত্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন। শ্রীমান সমরেন্দ্রের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে স্বর্গীয় হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার রচিত বিক্রমপুরের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৮ (খ) পৃষ্ঠা হইতে ১৮৮ (গ) পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে মালখানগর বসুঠাকুরদের অপর এক শাখা মানিকগঞ্জে সারাসীন গ্রামে অবস্থিত আছেন। এই বিবরণী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। মালখানগরের বসুঠাকুরদের কোন শাখাই অন্য কোন স্থানে বসতি স্থাপন করেন নাই।

স্বর্গীয় নীলকান্ত বসুঠাকুর কর্তৃক লিখিত মালখানগর বসুঠাকুরদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

দেবীদাস বসুঠাকুর—দিল্লীর বাদসাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আমলে তিনি ঢাকার নবাব হাজী সফিখাঁর অধীনে নাওয়াড়া মহালের কাননগোই পদে নিযুক্ত হইয়া যশোহরের অন্তর্গত পুরা খোড়ুগাছি হইতে ঢাকায় আসেন। তথায় কতক ভূ-সম্পত্তি লাখেরাজ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে নারান্দিয়াতে (নারায়ণদিয়াতে) বাস করেন এবং 'বসুর বাজার' নামে একটি বাজার স্থাপন করেন। এখনও সেই ভূ-সম্পত্তি ও বাজারটী মালখানগরের বসুঠাকুরগণের অধিকারে আছে। ঢাকা পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ইত্যাদি পঞ্চ পাণ্ডবের কেহই এখানে কখনও পদার্পণ করেন নাই। এখানে বাস্তব্য করিলে কৌলীন্য মর্যাদা হারাইতে হইবে বলিয়া তিনি বিক্রমপুরে বল্লাল-রাজধানী রামপাল হইতে ৭।৮ মাইল পশ্চিমে মৌজা দেউলভোগে বাসস্থান পরিবর্তন করেন।

নাওয়াড়া মহাল—বাদসাহী আমলে নৌ-সৈন্য বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে সম্পত্তি বা মহাল নির্দিষ্ট থাকিত, তাহাকে 'নাওয়াড়া মহাল' বলিত। দেবীদাস বসুঠাকুরের অধীন নাওয়াড়া মহাল পঞ্চান্নটী পরগণা লইয়া গঠিত ছিল এবং তাহার বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকা ছিল। জমিদারী বিলি বন্দোবস্তের ভারও তাঁহার উপর ছিল। তিনি নিজে জমিদারী রাখেন নাই।

ছে-ঘরা বা সেঘরা—দেবীদাস বসুঠাকুর তাঁহার বাটী সংলগ্ন দক্ষিণে মুক্ত প্রাঙ্গন ভূমির পূর্বপ্রান্তে কাচারীর জন্য একটি ছে-ঘরা (সেঘরা) অর্থাৎ তিনটী কক্ষ বা কামরা যুক্ত খিলান-করা ইষ্টকগৃহ নির্মাণ করেন। তাহার দক্ষিণে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেন। বৃক্ষটি এখনও জীবিত এবং অসংখ্য শাখা প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত। বৃক্ষটির উচ্চতা অনুমান পঞ্চাশ হাত এবং পরিধি দেড় শত হাত।

দেবীদাস বসুঠাকুর মধ্যাহ্ন আহারের পর উত্তরের কক্ষে বিশ্রাম করিতেন, মধ্যের কক্ষ ছিল কর্মচারীগণের কার্য্যগৃহ বা সেরেস্তা (Office Room) এবং দক্ষিণের কক্ষটি ছিল 'মালখানা' (Record Room)—এই কক্ষে সেরেস্তার কাগজপত্র থাকিত। এই 'মালখানা' হইতেই 'মালখানগর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার 'বসু'গণের বাসভূমি বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে লেখা হইত 'মৌজা দেউলভোগ প্রকাশ্যে বসুরনগর'।

উক্ত সেঘরা সংলগ্ন পূর্বদিকের ভূমিতে দেবীদাস বসুঠাকুর একটি বৃহৎ দীঘী খনন করান। সেই সময়ে ভূগর্ভে প্রস্তর-নির্মিত একটি নাতিবৃহৎ শ্যামা মায়ের মূর্তি পাওয়া যায়। সেই ৺শ্যামা মূর্তি দেবীদাস বসুঠাকুর তাঁহার নবীন দীক্ষা-গুরু মহাপুরুষ বাসারিয়া (বাসাইল) গ্রাম নিবাসী গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের উত্তরপুরুষ জগদানন্দ তর্কবাগীশকে দান করিয়া তাঁহাকে ফরিদপুরের অন্তর্গত পালং থানার অধীনে ধানুকা গ্রামে স্থাপন করেন এবং ৺শ্যামা মায়ের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহার্থে তদঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি দান করেন। অদ্যাবধি তাঁহার সন্তানগণ ৺শ্যামা মায়ের পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং দেবীদাস বসুঠাকুরের সন্তানগণ আজও সেই মহাপুরুষের সন্তানগণের শিষ্য ও তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে দেওয়া হইয়াছে।

১ম ইষ্টক ফলক

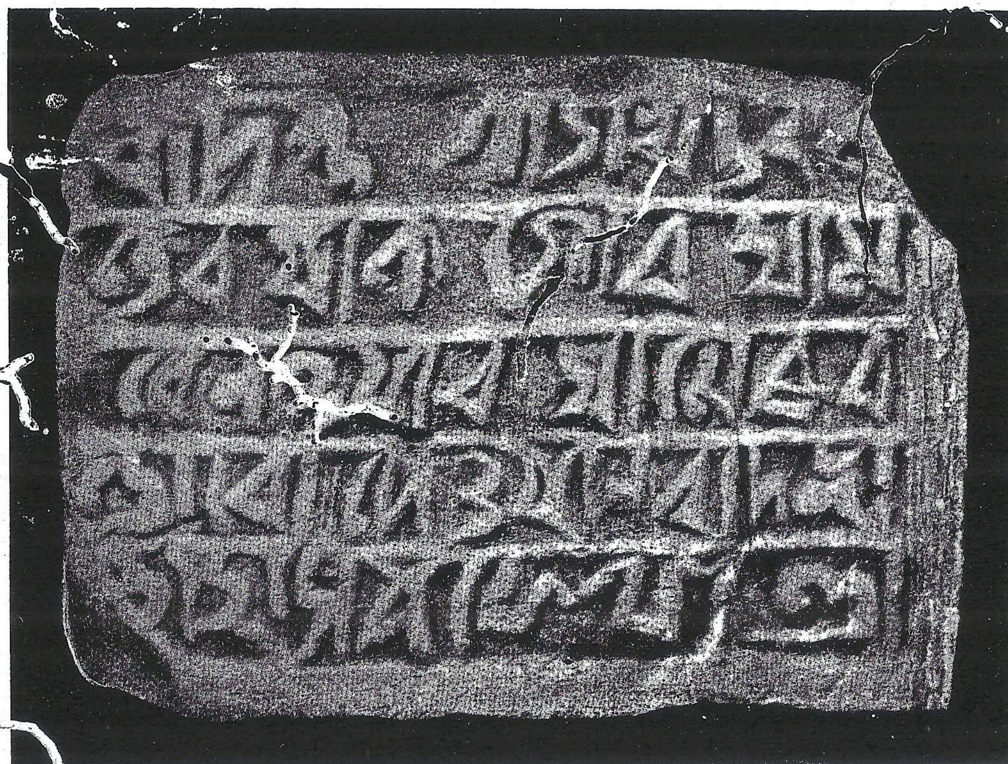

বাদসা ... ... আওরং

জেব যালমগীর যাম

লে নওয়াব যামেরূল

ওমরা দেওয়ান বাদসা

হা হাজি সফি খাঁ শ্রী

সেঘরার তিনটী প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে বাংলা ভাষায় লিখিত তিনখানা ইষ্টক ফলক ছিল, তাহার একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অন্য দুইখানা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর ঢাকা মিউজিয়ামে (Dacca Museum) দান করিয়াছেন। সেই ইষ্টক ফলক দুইখানাতে যেভাবে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অবিকল নকল প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে।

ইষ্টক ফলক অনুযায়ী সেঘরার নির্মাণকাল—সন ১০৮৭বাং মাহে চৈত্র—শকাব্দা ১৬০২; এপ্রিল, ১৬৮০খৃঃ। তাহা হইলে দেখা যায়—দেবীদাস বসুঠাকুরের সন্তানগণ মালখানগরে আজ প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর (১৩৫২ সন পর্যন্ত) যাবত বাস করিতেছেন। আরও দেখা যায় যে, দেবীদাস বসুঠাকুরের সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে দ্বিতীয় চার্লস্ (Charles II) ও দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেব আলমগীর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তখনও মুর্শিদাবাদ সহরের পত্তন হয় নাই।

দেবীদাস বসুঠাকুরের কার্যভার যেমন বহু বিষয়ীভূত ছিল, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীও ছিলেন বহু; অনুমান অন্যূন ১২ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ১০ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে। পরিচয় সহ তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১—রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, নায়েব কাননগোই—মুড়াপাড়ার বর্তমান জমিদার বাবুগণের পূর্বপুরুষ।

২—কৃষ্ণজীবন মজুমদার—ডাক নাম 'কৃষ্ণাই খাসনবিস'—নাওয়াড়া মহালের প্রধান মুহুরী (Head Mohurir) বৈদ্যবংশ—সেনগড় নিবাসী রাজা শ্রীহর্ষের উত্তরপুরুষ কুলীন-শ্রেষ্ঠ হিঙ্গু সেনের বংশধর ও রাজনগরের (বর্তমানে পদ্মাগর্ভে) রাজা রাজবল্লভের পিতা।

৩—রঘুনন্দন গুপ্ত—বৈদ্যবংশ—ডোমসার গুপ্ত বংশের পূর্বপুরুষ।

৪—আনন্দীরাম গুহ-মুস্তফী—(বিকনার গুহ-রায় বংশ)—রাইসবরের গুহ-মুস্তফী বংশের পূর্বপুরুষ।

৫—কৃষ্ণজীবন বসুরায় চৌধুরী—(চন্দ্রদ্বীপের পুরেন্দ্র নারায়ণ বসু বা পুরবসুর পুত্র গোপাল বসুর সন্তান) বহরের বসুরায় চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ।

৬—কৃষ্ণজীবন মজুমদার—বীরতারার মজুমদার বংশের পূর্বপুরুষ।

৭—লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার—সোনারদেউলের মজুমদার বংশের পূর্বপুরুষ।

৮—রামগতি বলরায়—মাওয়ার বলরায় বংশের পূর্বপুরুষ।

৯—ইছাখাঁ—ইছাপুরা গ্রামের স্থাপয়িতা। গ্রামটী অতি প্রাচীন, বৃহৎ ও লোকবহুল ছিল। প্রত্যেকটী বাড়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীখা-বেষ্টিত ছিল। এক সময়ে মহামারীতে গ্রামটী জনশূন্য হইয়া ভীষণকায় ব্যাঘ্র ইত্যাদি (Even Royal Bengal Tigers) হিংস্র পশুর আবাস বিশাল বনভূমিতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে সেই ব্যাঘ্র আসিয়া গ্রামে বড়ই উৎপাত করিতে, শিশু-সন্তান লইয়া যাইতে আমরাও দেখিয়াছি। গ্রামটী আবার পদ্মা বা কীর্তিনাশা নদীর ভাঙ্গনীতে নদীগত লোক-সংখ্যায় পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

১০—মুন্সী [illegible] বক্স—পরিচয় অজ্ঞাত।

দেবীদাস বসুঠাকুর মালখানগরে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত কুলীনগণকে লইয়া বিক্রমপুরে একটী কুলীন কায়স্থসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম হয়—সাড়ে তিন ঘর কুলীন সমাজ। যথাঃ—

১। মালখানগরের 'বসুঠাকুর' ১ ঘর। ২। রাইসবরের গুহ মুস্তফী (বিকানার 'গুহ রায়') ১ ঘর। ৩। পারুলদিয়ার ঘোষ (বনগাঁয়ের কার্ণ বা কারণ ঘোষের সন্তান ছকড়ির বংশ) ১ ঘর। এবং

৪। কাঠালিয়ার ধ্যল্য 'দত্ত রায়' বংশ, বর্তমান ভরাকরের 'দত্ত রায়' বংশ তাহার এক শাখা (দেহের গাতির 'দত্ত রায়' বংশ) অর্ধ ঘর। এই সাড়ে তিন ঘর। কিন্তু বঙ্গজ কুলাচার্য স্বর্গীয় গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণের মতে ৩৸০ পৌনে চারি ঘর। কারণ, উক্ত ধ্যল্য 'দত্ত রায়' বংশ কুলীন-বিদায়ের অর্ধেকের অধিকারী নহেন, তাঁহার কৌলীন্য মর্যাদা অনুযায়ী ৸০ বার আনা বিদায়ের অধিকারী। তাহা হইলে ইহাই ঠিক যে, বিক্রমপুরের কুলীন কায়স্থ সমাজ প্রকৃতপক্ষে ৩৸০ পৌনে চারি ঘর কুলীন লইয়া গঠিত।

বংশ পরম্পরা কথিত আছে যে, ৺সরস্বতী পূজার সময়ে নাওয়াড়া মহালের কর্মচারীগণের বাড়ীতে ৺সরস্বতী পূজার জন্যে মালখানগর হইতে 'অস্তি খাগ' পাঠাইবার রীতি ছিল। বৃদ্ধদের নিকটে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের সময়েও উক্ত কর্মচারীগণের কাহারও কাহারও বংশধরের বাড়ীতে মালখানগর হইতে 'অস্তিখাগ' পাঠাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

২য় ইষ্টক ফলক

শ্রীগোবিন্দ চরণ আসবন্দ

শ্রীদেবী দাস বসুকা

নোগোই নওয়ারা এতমা

ম শ্রী নষাই থাসনবি

সন্ ১০৮৭ বাঙ্গলা মাহে চৈত্র

মালখানগর বসুঠাকুরদিগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিক্রমপুরের মধ্যে মালখানগর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। মালখানগরের বসুঠাকুরগণ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ কুলীন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ দেবীদাস বসুঠাকুর বঙ্গাব্দ ১০৮৭এর কিছু পূর্বে মালখানগরে বসতি স্থাপন করেন। দেবীদাস বসুঠাকুরের পিতামহ গোপাল বসু বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাটে বসতি করিতেন। কথিত আছে যে বসিরহাট পূর্বে 'বসুরহাট' নামে পরিচিত ছিল। গোপাল বসু বিশেষ ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং ৺কাশীধামে ১৮টি পুরশ্চারণ করিয়া ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

গোপাল বসুর চারি পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র সদাশিব বসুর সন্তানগণ টাকীর সন্নিহিত পুরোগাছি গ্রামে বসতি করেন। দ্বিতীয় পুত্র রাজবল্লভ বসুর সন্তানগণ ফরিদপুরের অন্তর্গত 'ওলপুরে' রায়চৌধুরী এবং বরিশালের অন্তর্গত নথুল্লাবাদের 'রায় মরিবহর' খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তৃতীয় পুত্র গোবিন্দ বসুর সন্তানগণ মালখানগরের 'বসুঠাকুর' পদবী প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। কথিত আছে যে গোবিন্দ বসুর সন্তানগণ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন, তজ্জন্য 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গোবিন্দ বসুর দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ বসুঠাকুর বৈষ্ণব চূড়ামণি ছিলেন এবং তাঁহার পরিবার-বর্গ নৌকাডুবিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি বিরাগবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনধামে বসতি করেন এবং 'দাস রঘুনাথ' নামে তথায় খ্যাত হন। বৃন্দাবনে তাঁহার নামে অদ্যাপি ভোগ পড়িতেছে এবং তাঁহার নামানুসারে তথায় 'রঘুনাথ কুঞ্জ' নামে একটি বিখ্যাত কুঞ্জ আছে। কথিত আছে যে, তাঁহার সাধনা লোপ হওয়ার আশঙ্কায় তিনি মালখানগরের বসুঠাকুরগণকে বৃন্দাবনে যাইতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে মালখানগরের বসুঠাকুরগণের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি বৃন্দাবনধামে গমন করেন না। গোপাল বসুর চতুর্থ পুত্র যদুনাথ বসুর সন্তানগণ ইদিলপুর পরগণাতে বসতি করিতেছেন। স্বর্গীয় হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় বিক্রমপুরের ইতিহাসে ১৮৮ (খ) হইতে ১৮৮ (জ) পৃষ্ঠা পর্যন্ত মানিকগঞ্জের অধীনস্থ সারাসিনের বসুদিগকে মালখানগর বসুঠাকুরদের এক শাখা বলিয়া যে বিবরণী দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মালখানগর বসুঠাকুরদের অন্য কোন শাখা নাই।

গোবিন্দ বসুর প্রথম পুত্র দেবীদাস বসুঠাকুর মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বাদশাহের অধীন বাংলার সুবাদারের নাওয়াড়া মহল অর্থাৎ নৌযুদ্ধ বিভাগের প্রধান অমাত্য নবাব আমেরুল ওমরা দেওয়ান বাদশাহ হাজি সফিখাঁর অধীনে প্রধান কর্মচারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া বসিরহাট হইতে ঢাকা নগরীতে আসিয়া বাস করেন। ঢাকা অবস্থানকালীন তিনি ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত 'বসুর বাজার' মহল্লাতে বাস করেন এবং তাঁহারই পদবী অনুসারে ঐ স্থানের নাম 'বসুর বাজার' হইয়াছে। তাঁহার খনিত পুষ্করিণী অদ্যাপি তথায় বর্তমান আছে এবং বসুর বাজারের ঘাট তাঁহারই সংস্থাপিত। বসুরবাজার, দয়াগঞ্জ, নারাণদিয়া প্রভৃতি কিসমৎ এখনও মালখানগরের বসুঠাকুরগণ লাখেরাজ ভোগ করিতেছেন। দেবীদাস কৌলিন্য লোপের আশঙ্কায় ঢাকা সহর পরিত্যাগ করিয়া মালখানগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

দেবীদাস বসুঠাকুর মালখানগরে আসিয়া স্বীয় বাটীর সম্মুখে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত ইষ্টক-নির্মিত একটী দপ্তরখানা নির্মাণ করেন। উহা সেঘরা (অর্থাৎ তিন প্রকোষ্ঠ) নামে খ্যাত, এবং তাহা আজও বর্তমান আছে। এই সেঘরার মধ্যে তিনটি ইষ্টকফলকে দেবীদাস বসুঠাকুরের নিয়োগপত্র খোদিত ছিল। তন্মধ্যে একটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট তুইটী পূর্বপুরুষের কীর্তি-চিহ্নস্বরূপ বসুঠাকুরগণ ঢাকা মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত লিপি পাঠে ইহা প্রতীয়মান হয় যে বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এবং হাজি সফি খাঁ বাদশাহের নবাবী অথবা দেওয়ানী আমলে দেবীদাস বসুঠাকুর নাওয়াড়া মহল অর্থাৎ নৌবিভাগে কানুনগো ছিলেন। এই মহাল ৫৫টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার তৎকালীন বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। দেবীদাস বসুঠাকুরের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন—এই সকল কর্মচারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

১। আনন্দ রায় মুস্তফি (রাইস্বরের মুস্তফিদের পূর্বপুরুষ)।

২। কৃষ্ণজীবন মজুমদার (রাজা রাজবল্লভের পিতা)।

৩। কৃষ্ণজীবন মজুমদার (বীরতারার মজুমদারদের পূর্বপুরুষ)।

৪। রামগতি বলরায় (মাওয়া নিবাসী)।

৫। রঘুনন্দন গুপ্ত (ডোমসার নিবাসী)।

৬। কৃষ্ণজীবন বসুরায় (বহরের বসুরায় চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ)।

৭। লক্ষ্মীনারায়ণ (সোহাগদলের মজুমদারদের পূর্বপুরুষ)।

৮। রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (মুড়াপারার জমিদারগণের পূর্বপুরুষ)।

দেবীদাস বসুঠাকুরের অধীনে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের কার্যকালীন রাজবল্লভের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কৃষ্ণজীবন দেবীদাস বসুঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন এবং দেবীদাস বসুঠাকুর অন্নপ্রাশনের যৌতুকস্বরূপ রাজবল্লভকে রায়পুর গ্রাম প্রদান করেন। এই কারণে মহারাজ রাজবল্লভ দেবীদাস বসুঠাকুর এবং তাঁহার বংশধরগণকে মছলন্দে বসাইতেন।

পূর্বকালে বড় রাজকর্মচারীর মৃত্যু হইলে মোগল রাজত্বের নিয়মানুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। এই কারণে দেবীদাস বসুঠাকুর তাঁহার তালুক গোপালধর নামক কোন আশ্রিত ব্যক্তির নামে বিনামাতে রাখিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি উক্ত গোপাল ধর তালুক তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

দেবীদাস বসুঠাকুরের পুত্র রুদ্রদাস বসুঠাকুরের তুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত চারিপুত্র গোপাল ধর তালুকের ॥৵১০ সাড়ে নয় আনা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্র ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা অংশ পাইয়াছেন।

দেবীদাস বসুঠাকুর মালখানগরে আসিয়া ৺কালাচাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং অদ্যাপি তাঁহার বংশ-ধরগণ ৺কালাচাঁদের সেবা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে মালখানগর দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে উক্ত ৺কালাচাঁদ বিগ্রহ ১৯৫০ সনের মে মাসে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। কালক্রমে মালখানগরের বসুঠাকুরগণ ফারদপুর পালং পরগণার অধীন ধানুকার ভট্টাচার্যগণের নিকট শাক্তমন্ত্রে

দীক্ষিত হইয়া মালখানগরে কাত্যায়নী বিগ্রহ স্থাপন করেন। তথায় শম্ভুনাথ মহাদেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে, কিন্তু তাহা কখন স্থাপিত হইয়াছিল সঠিক অবগত হওয়া যায় না।

দেবীদাস বসুঠাকুর মালখানগরে আসিয়া একটি সমাজ স্থাপন করেন এবং প্রথমে রাইস্বরের গুহ মুস্তফি, পাউলদিয়ার ঘোষ ও কাঠালিয়ার দত্ত এই তিন ঘর নিয়া সমাজ প্রচলন করেন। সেই উপলক্ষে ফুলের কন্যা প্রস্তুত করিয়া গাভা বানরীপাড়া অন্যান্য কুলীনের স্থানে ঐ ফুলের কন্যার পর্যায় মতো বিবাহ দেন। সেই পর্যায় বন্ধন এখনও চলিতেছে। কেবল নরোত্তমপুরের ঘোষগণ এই নিয়মে বাধ্য হইতে চাহেন না।

দেবীদাস বসুঠাকুর বহু সম্পত্তি রাখিয়া যান। কথিত আছে যে তাঁহার সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ৬৫০০০৲ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণের আমলে বিত্তের কতকাংশ পরহস্তগত হইয়াছে এবং অনেক অংশ পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীতে গ্রাস করিয়াছে। দেবীদাস বসুঠাকুরের প্রসংগে আর একটি বিষয় এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কথিত আছে যে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী-গণ ৺সরস্বতী পূজার সময়ে সকলেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেবীকে প্রণামীস্বরূপ খাগের কলম ও দোয়াত দিতেন এবং পূজাতে সেই খাগের কলম ও দোয়াত তাঁহারা পাইতেন এবং রাজনগরের রাজবাটীতে উক্ত দোয়াত কলম প্রেরিত হইত। দেবীদাস বসুঠাকুরের মৃত্যুর পরেও বহুকাল পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল এবং ৭০৷৮০ বৎসর পূর্বেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু কালক্রমে অধুনা উহা লুপ্ত হইয়াছে।

দেবীদাস বসুঠাকুরের পরে অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থানের পূর্বে মালখানগর বসুঠাকুরগণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বসুঠাকুরগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন, কিন্তু তৎকালে ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকাতে পারসী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মানসে বসুঠাকুরগণের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী হইয়া সর্বপ্রথম ১৮৩৮ সনে ঢাকা গমন করেন এবং তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামকুমার বসুঠাকুর, ভগবান বসুঠাকুর এবং জগৎ বসুঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত দুইজন সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুর ডেভিড হেয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রথমে হেয়ার স্কুলে পাঠ করেন। স্বর্গীয় হরকুমার বসুঠাকুর ঢাকাতে ইংরাজী শিক্ষা করেন এবং জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বরিশাল জিলায় তাহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে।

উপরোক্ত মহোদয়গণের যত্নে যে শিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্খা গ্রামে অঙ্কুরিত হয় তাহা ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে। গ্রামে প্রথমতঃ একটি পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং উক্ত পাঠশালা গ্রামস্থ ৺রমানাথ দাস ওরফে অবধান নামক জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। প্রথমে উহা স্বর্গীয় রামকুমার ও হরকুমার বসুঠাকুরদ্বয়ের বাটীর প্রাঙ্গনে অবস্থিত ছিল, পরে গ্রামস্থ ষোলআনির বহি-র্বাটীর উত্তর পূর্ব কোণে স্বর্গীয় ভোলানাথ বসুঠাকুর ও দীননাথ বসুঠাকুরদের বাটীর প্রাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তথায় মাত্র বাংলা শিক্ষালাভেই সন্তুষ্ট না হইয়া ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হওয়ায় গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে ১৮৬২ সনে উক্ত স্কুল মাইনর স্কুলে পরিণত হয়। তৎকালে ভিন্ন গ্রামের কেহ মাইনর স্কুলে শিক্ষা করিতে আসিতেন না এবং গ্রামস্থ ছাত্রদিগকে লইয়াই ঐ মাইনর স্কুল পরিচালিত হইত। কিন্তু উক্ত স্কুলের প্রসারকল্পে ৺গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুর, ৺নবীনচন্দ্র বসুঠাকুর

৺বামাচরণ বসুঠাকুর, ৺কিশোরীমোহন বসুঠাকু এবং স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত বসুঠাকুর বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে ছাত্রসংখ্যা অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ বর্দ্ধিত হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ৫০ জন ছাত্র ঐ স্কুলে ভর্তি হয়। মালখানগরের চতুর্দিকস্থ গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সর্বজাতীয় ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষার মানসে ঐ স্কুলে যোগদান করিত। ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ১৮৮৬ সনে ঐ স্কুল মালখানগরের ষোলআনির প্রদত্ত জমিতে বর্তমান স্কুল গৃহের প্রাংগনে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বর্গীয় কিশোরীমোহন বসুঠাকুর প্রায় ৭।৮ মাস কাল উক্ত মাইনর স্কুলের অবৈতনিক হেড মাষ্টার ছিলেন। পরিশেষে মাইনর পাশ করিবার পরে ছাত্রগণ অধিকতর উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় স্কুলের উদ্যোক্তাগণ উহাকে এন্‌ট্রেন্স স্কুলে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে সুবিখ্যাত উচ্চশিক্ষিত স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় ঢাকা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টার হইয়া আসেন। তিনি স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান করিতেন। ৺গিরীশ বসুঠাকুর দীননাথ সেনকে ঐ মাইনর স্কুলকে এন্‌ট্রেন্স স্কুলে পরিণত করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে ১৮৮৯ সনে ঐ স্কুল এন্‌ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হয়। ১৮৯১ সনে ঐ স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রেরিত হয় এবং ইছাপুরা নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় নামে জনৈক ছাত্র উক্ত স্কুল হইতে প্রথম এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর মালখানগর গ্রাম হইতে স্বর্গীয় পশুপতি বসুঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন বসুঠাকুর ঐ স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পাশ করেন। ক্রমে ঐ স্কুল বিক্রমপুরের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়; এবং ১৮৯২ সন হইতেই সরকার হইতে ঐ স্কুলে মাসিক ৩০৲ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি ঐ স্কুলের জন্য চাঁদা প্রদান করেন। ১৮৯০ হইতে ১৮৯৩ সন পর্যন্ত ৺চন্দ্রকান্ত বসুঠাকুর বিনা পারিশ্রমিকে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করেন। কেবলমাত্র ইহাই নহে, তিনি উহার উন্নতিকল্পে ভিন্ন গ্রামের ছাত্রদের সুবিধার জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ বাটীতে ছাত্রদের আহার দিতেন এবং অন্যান্য বাটীতে ছাত্রদের আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিতেন। স্বর্গীয় কিশোরীমোহন বসুঠাকুর চন্দ্রকান্ত বসুঠাকুরকে, এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৮৬ সন হইতে আজীবন প্রথমে অবৈতনিক-ভাবে পরে সামান্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া ৺কিশোরী বসুঠাকুর ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ঐ স্কুলে স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র বসুঠাকুর প্রথম সেক্রেটারী হন, পরে ৺গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুর, ৺শরতচন্দ্র বসুঠাকুর, ৺মহেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী, ৺বিজয় গুহঠাকুরতা, ৺মহিমচন্দ্র বসুঠাকুর এবং ৺সনৎকুমার বসুঠাকুর ক্রমান্বয়ে সেক্রেটারী হন। তৎপর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুঠাকুর, শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন বসুঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুঠাকুর ক্রমান্বয়ে স্কুলের সেক্রেটারী হইয়া স্কুলের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। স্বর্গীয় বিনয়চন্দ্র বসুঠাকুর স্কুলের প্রেসিডেন্ট থাকা কালে স্কুলের উন্নতির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। মালখানগর গ্রামের স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসুঠাকুর, রসরাজ বসুঠাকুর ও স্বর্গীয় নীলকান্ত বসুঠাকুর প্রমুখ ব্যাক্তিগণ এই স্কুলে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করেন। ইহা ছাড়া বিশ্বেশ্বর বসুঠাকুর, বঙ্কিম বসুঠাকুর, ভূদেব বসুঠাকুর, ভূপেশ বসুঠাকুর, অমূল্যমোহন বসুঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর, শৈলেশনাথ বসুঠাকুর, নরেশনাথ বসুঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন বসু-ঠাকুর, সুধীরাজ বসুঠাকুর এবং ধীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর প্রভৃতি বসুঠাকুরবংশীয়গণ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানার্থ বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করেন। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসুঠাকুর এই স্কুলের হেড মাষ্টার

সেঘরা

হইয়া বহুবিধ উন্নতিসাধন করেন। বর্তমানে এই স্কুল গৃহে ইষ্টক নির্মিত প্রকোষ্ঠ হইয়াছে এবং ইহা বিক্রমপুরের মধ্যে একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হইয়াছে এবং উদ্যোক্তাগণের প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত হেডমাষ্টার থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত স্কুল পরিচালনা করেন। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় বিনয়চন্দ্র বসুঠাকুর স্কুলের উন্নতির জন্য খুব সচেষ্ট ছিলেন।

বিক্রমপুরে যে সময়ে-স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং বঙ্গদেশেও যখন স্ত্রীশিক্ষা দুর্লভ ছিল তৎকালেও মালখানগরের গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৬৫ সনে মালখানগরে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ; কিন্তু বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করা গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ, তজ্জন্য প্রথমে ৫টী মাত্র বালিকা ঐ স্কুলে অধ্যয়ন করিত। উক্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রধানতঃ স্বর্গীয় রামকুমার বসুঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে স্থাপিত হয় এবং স্বর্গীয় হরকুমার বসুঠাকুর, উমেশচন্দ্র বসুঠাকুর, ভারতচন্দ্র বসুঠাকুর ও বামাচরণ বসুঠাকুর এই সম্পর্কে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত এবং যথোচিত সাহায্য করেন। প্রথমাবস্থায় উক্ত বালিকা বিদ্যাললে ছাত্রীসংখ্যা বিশেষ অল্প থাকিলেও কালক্রমে উহা বর্ধিত হইয়া প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপতি বসুঠাকুর, বালিকা বিদ্যালয়ের সর্বাংগীন উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে মালখানগরের বসুঠাকুরগণ ষোল আনির বহির্বাটির প্রাংগনে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য একটি বাটী তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। দূর গ্রাম হইতেও বালিকাগণ আসিয়া উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। বঙ্গভংগের ফলে এই বিদ্যালয়ের কাজ এখন সম্পূর্ণ বন্ধ আছে।

মালখানগরের গ্রামে বহু শিক্ষিত লোকের বাস। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই গ্রামের বহু ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বড় বড় চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে সরকারী বেসরকারী বহু বিভাগে বসুঠাকুরগণ সম্মানের সহিত কার্য করিতেছেন। উহাদের মধ্যে কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ শিক্ষক, কেহ বিচারক, কেহ সিভিলিয়ান, কেহ কেহবা ব্যবসাবানিজ্যেও লিপ্ত আছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে স্বর্গীয় বসন্তকুমার বসুঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হাইকোর্ট-বার এসোসিয়েশনের সভাপতিরূপে বহু বৎসর কাজ করিয়াছেন। ঢাকা বারে স্বর্গীয় রজনীনাথ বসুঠাকুর, অনন্ত কুমার বসুঠাকুর এবং শরৎ চন্দ্র বসুঠাকুর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ওকালতি করিয়া সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। বিচার বিভাগে স্বর্গীয় ললিত কুমার বসুঠাকুর, ৺অশ্বিনী কুমার বসুঠাকুর, এবং ৺হেম চন্দ্র বসুঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় সুকুমার বসুঠাকুর (আই. সি. এস.) মধ্যপ্রদেশে বিচারবিভাগে কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে মোটর দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বর্গীয় সনৎকুমার বসুঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের এম. বি.। অস্ত্রচিকিৎসক মেজর অজিতকুমার বসুঠাকুর, বেঙ্গল ইমিউনিটির ব্যাকটেরীয়লজিষ্ট ডাঃ ফণীন্দ্র নাথ বসুঠাকুর প্রভৃতি ডাক্তারী ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুবিমল বসুঠাকুর দক্ষিণ কলিকাতার একজন জনপ্রিয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ৺মন্মথ বসুঠাকুর, মনমোহন বসুঠাকুর এবং ৺ধরণী বসুঠাকুর মার্টিনের ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বসুঠাকুর ও সি. পি. ডব্লিউ. ডি.র শ্রীঅরুণকান্তি বসুঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসুঠাকুরের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। শিক্ষাব্রতী হিসাবে স্বর্গীয়

প্রসন্নকুমার বসুঠাকুর জীবনমোহন বসুঠাকুর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসুঠাকুর (পি. এইচ্. ডি.) বহু বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর (পি. আর. এস্., পি. এইচ্. ডি.) ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন বিশিষ্ট সর্বভারতীয় নেতা। শচীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমিষ্ট্রিতে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বিশিষ্ট কেমিষ্ট্ বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর সম্প্রতি আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেটালার্জিতে ডি. এস্. সি. উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেটেলার্জির অধ্যাপক। নীহার কুমার বসুঠাকুর ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টেক্সটাইল কেমিষ্ট হইয়া আসিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি টেক্সটাইল কেমিষ্ট হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। জ্যোতির্ময় বসুঠাকুর লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্এর বি. এস্. সি., সাংবাদিক এবং বয়স্কদের শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ, বর্তমানে মার্টিন কোম্পানীতে একজন অফিসার। স্বর্গীয় জীবনমোহন বসুঠাকুরের কন্যা কুমারী দীপ্তি বসু পদার্থ বিজ্ঞানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্. সি. ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বসতি বিভাগে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত আছেন। স্বর্গীয় বিনয়চন্দ্র বসুঠাকুরের কন্যা শ্রীযুক্তা নলিনী মিত্র ঢাকা আনন্দময়ী গার্ল্স্ কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে কাজ করিতেছেন। মালখানগর বসুঠাকুরগণ বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভূপতি বসুঠাকুর বাংলাদেশে কুটীরশিল্প হিসাবে দেশী অয়েল্ ক্লথ নির্মাণের প্রথম প্রবর্তক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনিলকুমার বসুঠাকুর (ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) প্রদ্যোৎকুমার বসুঠাকুর, কেশবচন্দ্র (লাল) বসুঠাকুর ও অনিলচন্দ্র বসুঠাকুরের নাম অন্যতম। অনিলকুমার বসুঠাকুর ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ডিপ্লোমা লইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অনিলচন্দ্র বসুঠাকুর ইংলণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় বিনয়চন্দ্র বসুঠাকুরের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র বসুঠাকুর কৃতিত্বের সংগে লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল্স্এর (নারায়ণগঞ্জ) ম্যানেজার হিসাবে কার্য পরিচালন করিতেছেন।

স্বর্গীয় ধরণী বসুঠাকুরের কন্যা স্বর্গীয়া কুমারী উমা বসুর (হাসির) নাম সঙ্গীত জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বসুঠাকুরের কন্যা গীতশ্রী সাবিত্রী ঘোষ বর্তমানে সুগায়িকা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়কগায়িকার মধ্যে তিনি অন্যতমা। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসুঠাকুরের কন্যা কুমারী আরতি বসুর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর কাট্জু শ্রীমতী আরতির গানে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

সমরবিভাগেও বসুঠাকুরগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সমরবিভাগে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন সুধীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর এবং মেজর প্রিয়কুমার বসুঠাকুরের নাম অন্যতম। ক্যাপ্টেন শিশিরকুমার বসুঠাকুর বহুদিন ধরিয়া সমর বিভাগে ডাক্তার হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া বসুঠাকুরদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত বসুঠাকুর তাঁহার জীবন দেশের কাজে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সেও তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুরও দেশের কাজে বার বার নির্যাতিত হইয়াছেন এবং বহুবার কারাবরণ

১৩৫৭ সনে কলিকাতায় উপস্থিত বসুঠাকুরগণের প্রতিকৃতি

করিয়াছেন। তিনি বিক্রমপুর রিলিফ কমিটির সম্পাদক হিসাবে—বর্তমানে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর, প্রতুল বসুঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র বসুঠাকুর (মরণ) এবং চিন্ময় বসুঠাকুর প্রভৃতি রাজবন্দী হিসাবে বহুদিন কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যাঁহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন স্বর্গীয় সত্যানন্দ বসুঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আচার্য রায়ের সহযোগে বেংগল কেমিকেলের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বেংগল ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কার্য করিয়া গিয়াছেন। বিক্রমপুর সম্মিলনীর কার্যধারার সহিত তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। গান্ধীপূর্ব যুগের বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে তিনি দশ বৎসরকাল সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। স্বর্গীয় বসন্তকুমার বসুঠাকুরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গান্ধীপূর্ব যুগে তিনিও বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বসন্তকুমার বসুঠাকুর, স্বর্গীয় সত্যানন্দ বসুঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসুঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর এবং সুরেশচন্দ্র বসুঠাকুর বিক্রমপুর সম্মিলনীর সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। স্বর্গীয় বসন্তকুমার বসুঠাকুর এই সম্মিলনীর সভাপতি থাকিয়া কৃতিত্বের সহিত কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুঠাকুর পাঁচ বৎসর সম্পাদকের দায়িত্ব কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিয়া বর্তমানে সহঃ সভাপতি হিসাবে কার্য পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর ৭।৮ বৎসর সহঃ সম্পাদকের কার্য পরিচালনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন বসুঠাকুরের পুত্র শহীদ মানকুমার বসুঠাকুর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ছয়জন বন্ধু সহ বৃটীশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে ধৃত হন এবং দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রীযুক্ত সুদেব বসুঠাকুর অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা বিভাগে এবং শ্রীযুক্ত বাসুদেব বসুঠাকুর শিলং বিভাগে উচ্চপদ এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার বসুঠাকুর বিলাত হইতে ব্যাংকিং ও ইন্সিওরেন্স্ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া বর্তমানে নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কার্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর 'অমরজ্যোতি' নামে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে নৃত্যশিল্পে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মালখানগরের বসুঠাকুরগণ বিক্রমপুরের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বহুকাল হইতেই মালখানগরের বসুঠাকুরগণ খেলাধুলায় বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা ক্রিকেট খেলায় বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীতে যখন প্রথম ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয় তখন মালখানগরের কতিপয় খেলোয়াড় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কলিকাতায় তৎকালীন সুবিখ্যাত টাউন ক্লাবে ক্রিকেট খেলিতেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় সুধন্যকুমার বসুঠাকুর, স্বর্গীয় মন্মথকুমার, স্বর্গীয় মনোমোহন ও স্বর্গীয় নীলকান্ত বসুঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং স্বর্গীয় সুধন্যকুমার বসু ১৮৯০ হইতে ১৮৯৫ সন পর্যন্ত টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন। স্বর্গীয় মন্মথকুমার বসুঠাকুর তৎকালে বংগদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাইন্টিফিক্ বউলার ছিলেন এবং বাংগালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাউণ্ড্ হ্যাণ্ড্ বল্ করিতেন। তিনি ক্রিকেট খেলাতে এতদূর

পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন যে তৎকালীন বংগদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্ণর স্যার চার্লস্‌ ইলিয়ট্‌ তাঁহার ক্রীড়া কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বহস্তে একটি ব্যাট্‌ পুরস্কার প্রদান করেন। বর্তমানে বসুঠাকুরগণ সর্ববিধ ক্রীড়াতে কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বসুঠাকুর, শ্রীযুক্ত হেমাংগমোহন বসুঠাকুর, শ্রীযুক্ত নরেশনাথ বসুঠাকুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যমোহন বসুঠাকুর, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বসুঠাকুর ও তরুণ খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত শিবাজী বসুঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বসুঠাকুর বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ স্পিনবোলার এবং তিনি একজন বিশিষ্ট অলরাউণ্ডার। তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান ইষ্টবেংগল ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতৃব্য স্বর্গীয় নীলকান্ত বসুঠাকুর ঢাকার ইষ্টেণ্ড্‌ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীযুক্ত অমূল্যমোহন বসুঠাকুর তাঁহার ব্যাটিং নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ খ্যাত এবং তিনি একজন অলরাউণ্ডার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহনবাগানের ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত হেমাংগমোহন বসুঠাকুর একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ছিলেন। তিনি বর্তমানে প্রৌঢ়ত্বহেতু ক্রীড়াজগত্‌ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও ফুট্‌বল এবং ক্রিকেট ইতিহাসে তিনি সুপরিচিত। ফাষ্ট্‌বৌলার শ্রীযুক্ত নরেশনাথ বসুঠাকুর তাঁহার বোলিং ও ব্যাটিংএর জন্য জনপ্রিয় হইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ, পরেশনাথ ও অমূল্যমোহন বসুঠাকুর বহুবৎসর ঢাকার ভিক্টোরিয়া ক্লাবে খেলিয়া ঢাকায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমাংগমোহন বসুঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবাজী বসুঠাকুর একজন প্রসিদ্ধ উদীয়মান ক্রিকেটার। তিনি গত ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কমনওয়েল্‌থ্‌ টীমের বিরুদ্ধে গবর্ণর একাদশের হইয়া খেলিবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং রণ্‌জী ট্রফিতে বাংলা প্রদেশের হইয়া খেলিয়াছেন। ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসুঠাকুর প্রসিদ্ধ। মালখানগরের বসুঠাকুরগণ এইভাবে সকল বিভাগে কৃতিত্বের সংগে অবস্থান করিয়া বিক্রমপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় ১৮৮৫ সনে এইগ্রামে একটি পোষ্ট আফিস্‌ স্থাপিত হয়। প্রথমে এই পোষ্ট আফিসের নাম সন্নিকটস্থ তালতলা বাজারের নামানুসারে 'তালতলা' হয়, কিন্তু পরে স্বর্গীয় প্রমথকুমার বসুঠাকুর এবং স্বর্গীয় রাখালরাজ বসুঠাকুরের চেষ্টায় ডাকঘর মালখানগর পোষ্টাফিস নামে পরিচিত হয়। ১৮৮৭ সনে এই ডাকঘরে টেলিগ্রাফ্‌ বিভাগ সন্নিবেশিত হয়। মালখানগরের প্রত্যেক বাড়ীতেই ইষ্টক নির্মিত ইমারত আছে, এবং অধিকাংশ বাড়ীতেই বিশেষ মহাসমারোহের সহিত ৺শারদীয়া পুজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি বাড়ীতে সমবেত হইয়া গ্রামের জনহিতকর অনেক কার্য করেন।

বিক্রমপুরের মধ্যে তালতলা একটি প্রসিদ্ধ বাজার ও বন্দর। তালতলা বসুঠাকুরগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারাই ইহার স্বত্বাধিকারী। মালখানগর গ্রাম হইতে তালতলা বাজারের দিকে গমন করিবার জন্য ২টি বিশিষ্ট পথ বর্তমান। তন্মধ্যে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বসুঠাকুর তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বহু অর্থব্যয়ে বর্তমান স্কুলের সন্নিকটস্থ ডিষ্ট্রীক্ট্‌ বোর্ডের রাস্তা হইতে নিজ বাড়ী-পর্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত পথ নির্মাণ করিয়া গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অন্য পথটি আরও প্রাচীন; উহা স্বর্গীয় রামকুমার বসুঠাকুর ও হরকুমার বসুঠাকুরের মাতা স্বর্গীয়া কিশোরী বসুঠাকুরাণী গ্রামবাসীদের হিতার্থে নির্মাণ করেন। পূর্বে তালতলা যাইবার জন্য এই পথই ব্যবহৃত হইত। এখনও বহু লোক এই পথ দিয়াই গমনাগমন করেন।

মালখানগর গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া একটী পথ গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই রাস্তাটী

গ্রামস্থ কুলদেবতা কালাচাঁদের নামানুসারে কালাচাঁদের গলি বলিয়া খ্যাত। এই পথ দিয়াই মালপদিয়া মধ্যপাড়া প্রভৃতি সন্নিকটস্থ গ্রামবাসীগণ যাতায়াত করে। গ্রামের ষোল আনির বহির্বাটীর প্রাঙ্গন মালখানগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। উক্ত প্রাঙ্গনে বালকগণ বিবিধ খেলার অনুষ্ঠান করেন এবং শারদীয়া পুজার সময় প্রতি বৎসর তথায় যাত্রা নাটক প্রভৃতি অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

যে সময় বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়, তৎকালে মালখানগরের বসুঠাকুরগণের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্যচর্চা করেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুর এবং স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র বসুঠাকুরদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গিরীশ বসুঠাকুর তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ 'নবজীবন' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গল্প লিখিতেন, এবং তাঁহার প্রণীত 'দারোগার দপ্তর' তৎকালে প্রসিদ্ধ পুস্তক ছিল। তিনি Hindu Patriot পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র বসুঠাকুর ইংরেজিতে Folk Tales নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎকালে ইংরেজী ভাষাতে পুস্তক রচনা করা অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বর্গীয় বসন্তকুমার বসুঠাকুর ইংরেজিতে কয়েকখানি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে Ancient Hindu Custom, Hinduism, Christianity, Mahomedanism প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইন্দোর কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসুঠাকুর অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী পুস্তক রচনা করিয়া কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুঠাকুর ব্রহ্মদেশের একটী ইতিহাস (বিচিত্র ভূবন) প্রণয়ন করিয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। বর্তমানে সাহিত্যজগতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুঠাকুরের নাম বিশেষ সুপরিচিত। তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণের অগ্রণী। তাহার রচিত বহু উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ও শিশুসাহিত্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনির্মল বসুঠাকুর শিশুসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। তিনি কয়েকটি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহার রচিত বহু পুস্তক শিশুজগতে সমাদৃত হইয়াছে। দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে শিশু-সাহিত্য বিভাগের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেন। ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে কয়েকটী মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডক্টর শচীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় কিশোরীমোহন বসুঠাকুর "Child's Grammar" নামে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন।

মালখানগরের কুরচিনামায় এবং শ্রীহিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের 'বিক্রমপুর'এ উল্লিখিত আছে যে মহারাজা প্রতাপাদিত্য গোপাল বসুঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য অন্যরূপ। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র অনন্ত রায় মালখানগরের দেবীদাস বসুঠাকুরের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

বর্তমানে দেশ বিভাগের জন্য মালখানগরের বসুঠাকুরগণের মধ্যে অনেকেই দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটবর্তী নানা স্থানে বাসস্থান স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। আশাকরি যে তাহারা পুনরায় মিলিত হইয়া আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া মালখানগরের বৈশিষ্ট, ঐতিহ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দ্বারা দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবেন।

দশরথ বসু

পরম বসু

১। পুষণ বসু

২। দিবাকর বসু

৩। বাগভট্ বসু

৪। তমোপহ বসু

৫। অহর্পতি বসু

৬। বনমালী বসু

৭। চাঞ্চি বসু

৮। বিক বসু

৯। কোক বসু

১০। গোবিন্দ বসু

১১। ব্যস বসু

১২। ভাস্কর বসু

১৩। ভগীরথ বসু

১৪। শ্রীনিধি বসু

১৫। গোপাল বসুঠাকুর

সদাশিব বসুঠাকুর
(ইঁহার সন্তানগণ টাকী অঞ্চলের পুরাখোঁড়গাছী গ্রামে বাস করিতেছেন।)

রাজবল্লভ বসুঠাকুর

১৬। গোবিন্দ বসুঠাকুর
(ইঁহার সন্তানগণ মালখানগরে বসুঠাকুর খ্যাতি যুক্তে বাস করিতেছেন।)

যদুনাথ বসুঠাকুর
(ইঁহার সন্তানগণ ইদিলপুরে বাস করিতেছেন।)

রমানাথ বসুঠাকুর
(ইঁহার সন্তানগণ ওলপুর গ্রামে "রায় চৌধুরী" খ্যাতিযুক্তে বাস করিতেছেন।)

রামচন্দ্র বসুঠাকুর
(ইঁহার সন্তানগণ নথুল্লাবাদ গ্রামে "রায় মিরবহর" খ্যাতিযুক্তে বাস করিতেছেন।)

১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর

রঘুনাথ বসুঠাকুর
ইনি একজন প্রসিদ্ধ পরম বৈষ্ণব ছিলেন ৺বৃন্দাবন ধামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জ অদ্যাপি বর্তমান আছে।

১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর

১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর

১৯। নরসিংহ ১৯। হরিরাম ১৯। কৃষ্ণদাস ১৯। রূপরাম ১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম) ১৯। কৃষ্ণদেব ১৯। নরোত্তম ১৯। রামেশ্বর ১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র ১৯। জগদীশ ১৯। মহাদেব ১৯। রাম

০ ০ ২০। রামগঙ্গা ০ ০ ০ ০

২০। নীলকণ্ঠ ২০। নন্দকিশোর ২০। কামদেব ২০। ঘনশ্যাম ২০। রামপ্রসাদ ২০। প্রাণকৃষ্ণ ২০। কৃষ্ণমোহন ২০। ব্রজকিশোর

০ ০ ০

২১। শিবপ্রসাদ ২১। রামশঙ্কর (১২৩১ সনের ফাল্গুন মাসে ইঁহার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন।)

২২। গোপালকৃষ্ণ ২২। রামসুন্দর ২২। মাধবকৃষ্ণ ২২। রতনকৃষ্ণ ২০। ভবানীপ্রসাদ ২০। কেবলকৃষ্ণ ২০। মৃত্যুঞ্জয়

০ ০

২৩। তিলক ২৩। বঙ্গচন্দ্র ২৩। জগচ্চন্দ্র

০

২৪। নবীনচন্দ্র ২৪। পূর্ণচন্দ্র ২৪। তারকচন্দ্র

০ ০

২৫। অনুকূলচন্দ্র ২৫। নিবারণচন্দ্র ২৫। বিনোদচন্দ্র ২৫। সুরেশচন্দ্র ২৫। জ্ঞানচন্দ্র

২৬। শৈলেন্দ্রকুমার

২৬। প্রতুল প্রফুল্ল প্রতাপ প্রবল প্রদ্যোত প্রবীর প্রশান্ত ২৬। প্রবোধ ২৬। প্রমোদ ২৬। ক্ষিতীশ ২৬। শান্তি

২৭। গুরুদাস

২৭। প্রদ্যুম্নকুমার প্রণবকুমার গৌতম দীপঙ্কর ২৭। দিলীপ দ্বিজেন্দ্র দীপক দীপেন্দ্র বিমল বিমান ২৬। শ্যামসুন্দর রামসুন্দর সুকুমার

২

১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর

- ১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
  - ১৯। নরসিংহ — ০
  - ১৯। হরিরাম — ০
  - ১৯। কৃষ্ণদাস
    - ২০। রামগঙ্গা
  - ১৯। রূপরাম
    - ২০। নীলকণ্ঠ
      - ২১। শিবপ্রসাদ
      - ২১। রামশঙ্কর (১২৩১ সনের ফাল্গুন মাসে ইঁহারস্ত্রী সহমৃতা হইয়া ছিলেন।)
        - ২২। গোপালকৃষ্ণ — ০
        - ২২। রামসুন্দর
          - ২৩। তিলক — ০
          - ২৩। বঙ্গচন্দ্র
          - ২৩। জগচ্চন্দ্র
            - ২৪। রসরাজ
              - ২৫। গোপালচন্দ্র
                - ২৬। অধিরাজ
              - ২৫। পৃথ্বীরাজ
                - ২৬। সুবোধকান্তি
              - ২৫। সুধীরাজ
            - ২৪। রাখালরাজ
              - ২৫। সুধারঞ্জন
                - ২৬। সুভাষ
              - ২৫। বিভুরঞ্জন
              - ২৫। হেমরঞ্জন
        - ২২। মাধবকৃষ্ণ — ০
        - ২২। রতনকৃষ্ণ
    - ২০। নন্দকিশোর
  - ১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম) — ০
  - ১৯। কৃষ্ণদেব
    - ২০। কামদেব — ০
    - ২০। ঘনশ্যাম
  - ১৯। নরোত্তম
    - ২০। রামপ্রসাদ
    - ২০। প্রাণকৃষ্ণ — ০
  - ১৯। রামেশ্বর
    - ২০। ভবানীপ্রসাদ
    - ২০। কেবলকৃষ্ণ
    - ২০। মৃত্যুঞ্জয়
  - ১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
    - ২০। কৃষ্ণমোহন — ০
    - ২০। ব্রজকিশোর
  - ১৯। জগদীশ — ০
  - ১৯। মহাদেব — ০
  - ১৯। রাম — ০

- ২১। রামশঙ্কর
  - ২২। গোপালকৃষ্ণ
  - ২২। রামসুন্দর
  - ২২। মাধবকৃষ্ণ
  - ২২। রতনকৃষ্ণ
    - ২৩। হরিশ্চন্দ্র
      - ২৪। গোকুলচন্দ্র
        - ২৫। রাজেন্দ্রকুমার
          - ২৬। চন্দ্রভূষণ
            - ২৭। দিলীপকুমার
        - ২৫। নগেন্দ্রকুমার
          - ২৬। ননীভূষণ
          - ২৬। ফণীভূষণ
          - ২৬। বাণীভূষণ
    - ২৩। অমরচন্দ্র
      - ২৪। চন্দ্রকুমার

১৭। দেবীদাস

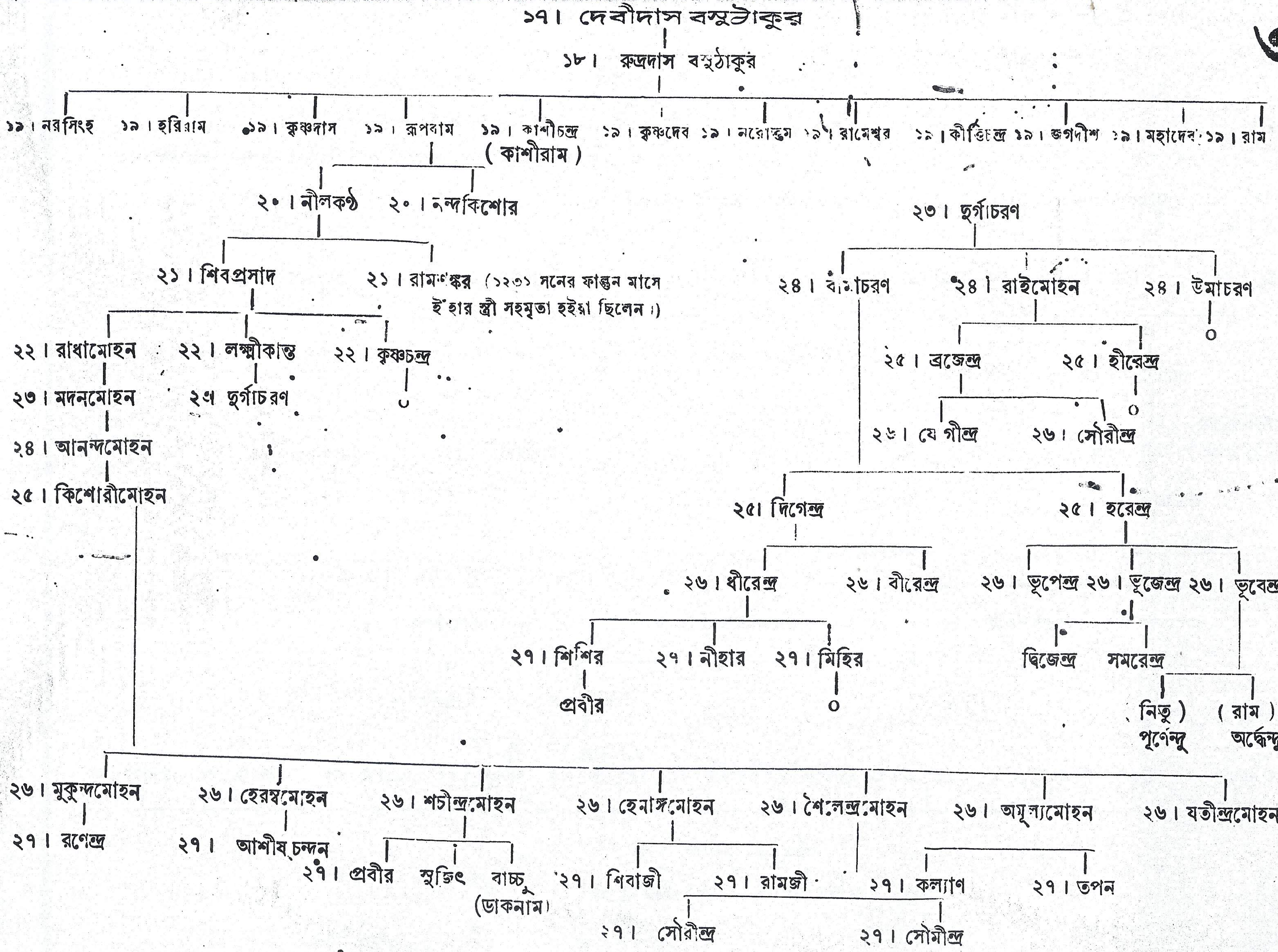
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। নীলকণ্ঠ
২০। নন্দকিশোর
২১। শিবপ্রসাদ
২১। রামশঙ্কর (১২৩১ সনের ফাল্গুন মাসে ইঁহার স্ত্রী সহমৃতা হইয়া ছিলেন।)
২২। রাধামোহন
২২। লক্ষ্মীকান্ত
২২। কৃষ্ণচন্দ্র
২৩। মদনমোহন
২৩। দুর্গাচরণ
২৪। আনন্দমোহন
২৫। কিশোরীমোহন
২৩। দুর্গাচরণ
২৪। বামাচরণ
২৪। রাইমোহন
২৪। উমাচরণ
২৫। ব্রজেন্দ্র
২৫। হীরেন্দ্র
২৬। যোগীন্দ্র
২৬। সৌরীন্দ্র
২৫। দিগেন্দ্র
২৫। হরেন্দ্র
২৬। ধীরেন্দ্র
২৬। বীরেন্দ্র
২৬। ভূপেন্দ্র
২৬। ভূজেন্দ্র
২৬। ভূবেন্দ্র
২৭। শিশির
২৭। নীহার
২৭। মিহির
প্রবীর
দ্বিজেন্দ্র
সমরেন্দ্র
(নিতু) পূর্ণেন্দু
(রাম) অর্দ্ধেন্দু
২৬। মুকুন্দমোহন
২৬। হেরম্বমোহন
২৬। শচীন্দ্রমোহন
২৬। হেনাঙ্গমোহন
২৬। শৈলেন্দ্রমোহন
২৬। অমূল্যমোহন
২৬। যতীন্দ্রমোহন
২৭। রণেন্দ্র
২৭। আশীষ চন্দন
২৭। প্রবীর
সুজিৎ
বাচ্চু (ডাকনাম)
২৭। শিবাজী
২৭। রামজী
২৭। কল্যাণ
২৭। তপন
২৭। সৌরীন্দ্র
২৭। সৌমীন্দ্র

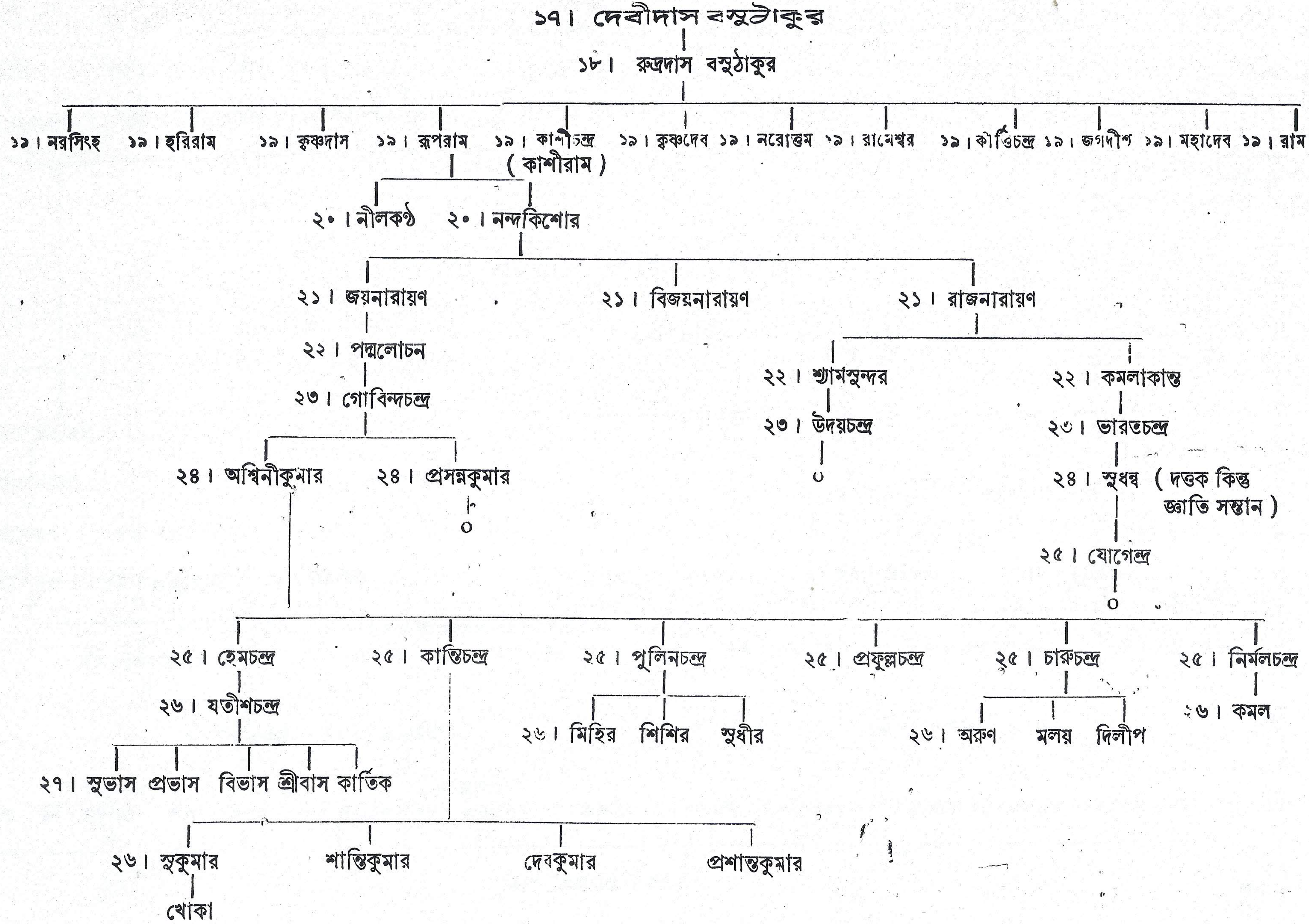
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। নীলকণ্ঠ
২০। নন্দকিশোর
২১। জয়নারায়ণ
২১। বিজয়নারায়ণ
২১। রাজনারায়ণ
২২। পদ্মলোচন
২২। শ্যামসুন্দর
২২। কমলাকান্ত
২৩। গোবিন্দচন্দ্র
২৩। উদয়চন্দ্র
২৩। ভারতচন্দ্র
২৪। অশ্বিনীকুমার
২৪। প্রসন্নকুমার
২৪। সুধন্ব (দত্তক কিন্তু জ্ঞাতি সন্তান)
২৫। যোগেন্দ্র
২৫। হেমচন্দ্র
২৫। কান্তিচন্দ্র
২৫। পুলিনচন্দ্র
২৫। প্রফুল্লচন্দ্র
২৫। চারুচন্দ্র
২৫। নির্মলচন্দ্র
২৬। যতীশচন্দ্র
২৬। মিহির শিশির সুধীর
২৬। অরুণ মলয় দিলীপ
২৬। কমল
২৭। সুভাস প্রভাস বিভাস শ্রীবাস কার্তিক
২৬। সুকুমার
শান্তিকুমার
দেবকুমার
প্রশান্তকুমার
খোকা

- ১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
  - ১৯। নরসিংহ
  - ১৯। হরিরাম
  - ১৯। কৃষ্ণদাস
  - ১৯। রূপরাম
  - ১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
    - ০
  - ১৯। কৃষ্ণদেব
  - ১৯। নরোত্তম
  - ১৯। রামেশ্বর
  - ১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
  - ১৯। জগদীশ
  - ১৯। মহাদেব
  - ১৯। রাম

- ২০। নীলকণ্ঠ
- ২০। নন্দকিশোর
  - ২১। জয়নারায়ণ
  - ২১। বিজয়নারায়ণ
    - ২২। কালাচাঁদ
      - ২৩। রামমণি
        - ২৪। কালীকুমার
          - ২৫। কৃষ্ণকুমার
            - ২৬। চিত্তরঞ্জন
              - ২৭। রঞ্জনকুমার
            - ২৬। চিররঞ্জন
            - ২৬। প্রীতিরঞ্জন
        - ২৪। উমেশচন্দ্র
          - ২৫। বিলাসচন্দ্র
            - ২৬। নির্মলচন্দ্র
              - ২৭। অমিয়
                - ২৮। তপনকুমার
          - ২৫। শ্রীশচন্দ্র
            - ২৬। সুবিমল
              - ২৭। অরুণকুমার
              - ২৭। অসীমকুমার
            - ২৬। সুকোমল
              - ০
          - ২৫। পরেশচন্দ্র
            - ২৬ সুনীলচন্দ্র
              - দুলাল
              - খোকা
            - ২৬। সুভাস
        - ২৪। যোগেশচন্দ্র
          - ২৫। গোপালচন্দ্র
            - ২৬। অনিলচন্দ্র
          - ২৫। বিনয়চন্দ্র
            - ২৬। সুনীলচন্দ্র
            - ২৬। সুশীলচন্দ্র
              - গটু
            - ২৭। সলিলচন্দ্র
            - ২৭। সজলচন্দ্র
            - ২৭। সরলচন্দ্র
              - খোকা
              - খোকন
  - ২১। রাজনারায়ণ

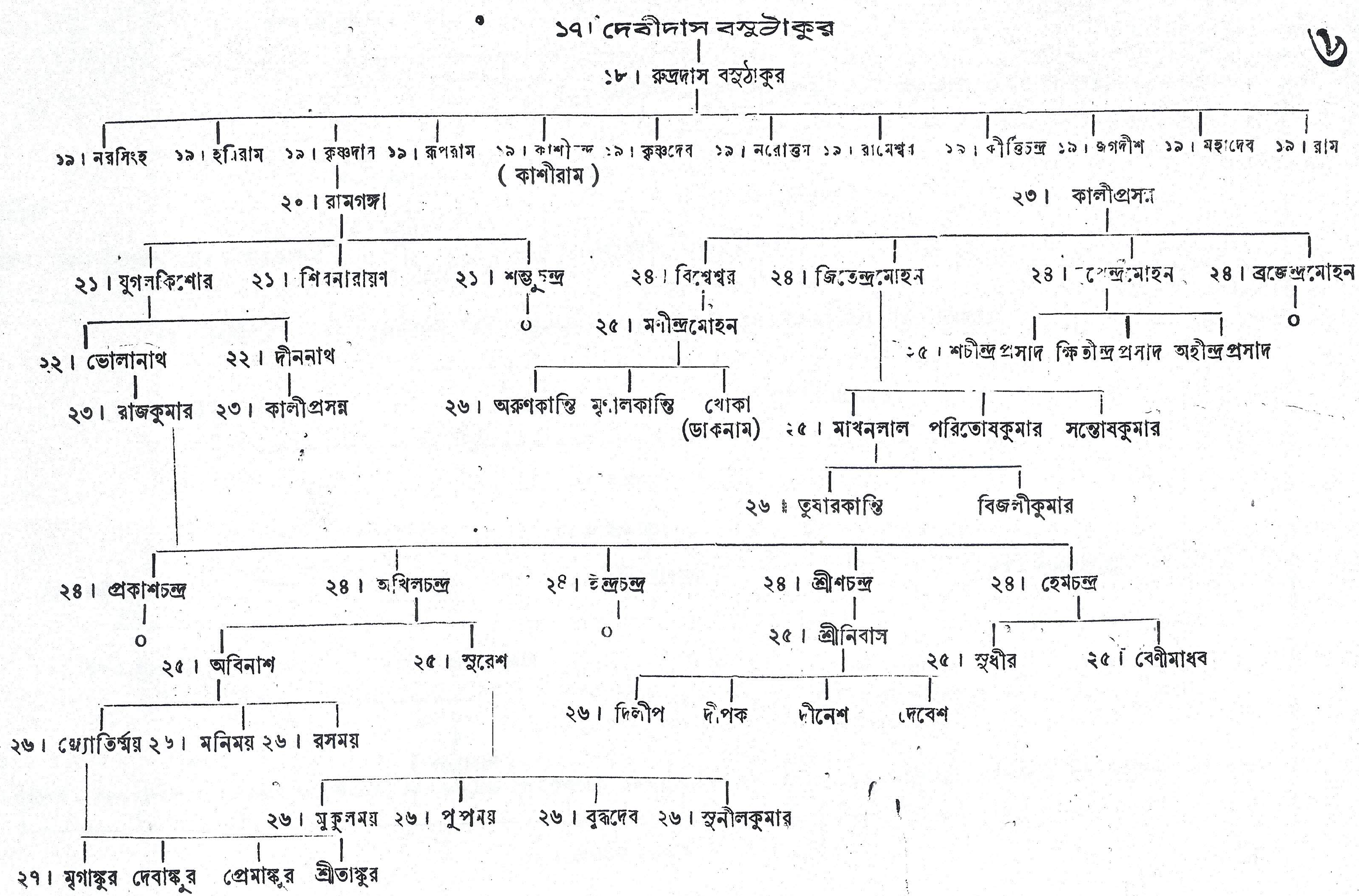
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশী (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। রামগঙ্গা
২১। যুগলকিশোর
২১। শিবনারায়ণ
২১। শম্ভুচন্দ্র
0
২২। ভোলানাথ
২২। দীননাথ
২৩। রাজকুমার
২৩। কালীপ্রসন্ন
২৩। কালীপ্রসন্ন
২৪। বিশ্বেশ্বর
২৪। জিতেন্দ্রমোহন
২৪। ব্রজেন্দ্রমোহন
0
২৫। মনীন্দ্রমোহন
২৫। শচীন্দ্রপ্রসাদ
ক্ষিতীন্দ্রপ্রসাদ
অহীন্দ্রপ্রসাদ
২৬। অরুণকান্তি
মৃণালকান্তি
খোকা (ডাকনাম)
২৫। মাখনলাল
পরিতোষকুমার
সন্তোষকুমার
২৬। তুষারকান্তি
বিজলীকুমার
২৪। প্রকাশচন্দ্র
0
২৪। অখিলচন্দ্র
২৪। ইন্দ্রচন্দ্র
0
২৪। শ্রীশচন্দ্র
২৪। হেমচন্দ্র
২৫। অবিনাশ
২৫। সুরেশ
২৫। শ্রীনিবাস
২৫। সুধীর
২৫। বেণীমাধব
২৬। দিলীপ
দীপক
দীনেশ
দেবেশ
২৬। জ্যোতির্ম্ময়
২৬। মনিময়
২৬। রসময়
২৬। মুকুলময়
২৬। পুস্পময়
২৬। বুদ্ধদেব
২৬। সুনীলকুমার
২৭। মৃগাঙ্কুর
দেবাঙ্কুর
প্রেমাঙ্কুর
শ্রীতাঙ্কুর

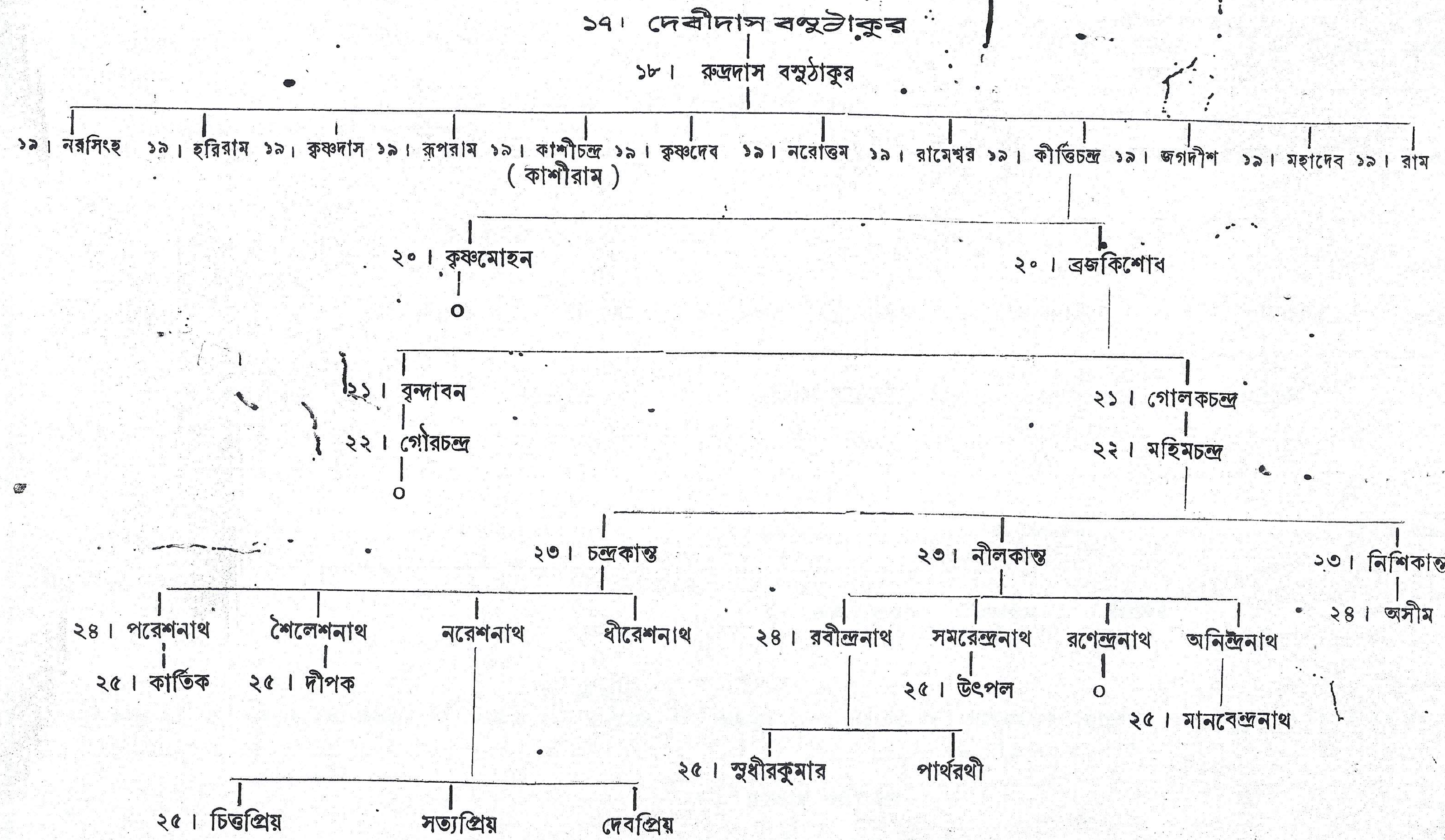

১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। কৃষ্ণমোহন
o
২০। ব্রজকিশোর
২১। বৃন্দাবন
২২। গৌরচন্দ্র
o
২১। গোলকচন্দ্র
২২। মহিমচন্দ্র
২৩। চন্দ্রকান্ত
২৩। নীলকান্ত
১৩। নিশিকান্ত
২৪। পরেশনাথ
শৈলেশনাথ
নরেশনাথ
ধীরেশনাথ
২৪। রবীন্দ্রনাথ
সমরেন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
অনিন্দ্রনাথ
২৪। অসীম
২৫। কার্তিক
২৫। দীপক
২৫। উৎপল
o
২৫। মানবেন্দ্রনাথ
২৫। সুধীরকুমার
পার্থরথী
২৫। চিত্তপ্রিয়
সত্যপ্রিয়
দেবপ্রিয়

৮ক

- ১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
  - ১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
    - ১৯। নরসিংহ
    - ১৯। হরিরাম
    - ১৯। কৃষ্ণদাস
    - ১৯। রূপরাম
    - ১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
    - ১৯। কৃষ্ণদেব
    - ১৯। নরোত্তম
    - ১৯। রামেশ্বর
      - ২০। ভবানীপ্রসাদ
      - কেবলকৃষ্ণ
      - মৃত্যুঞ্জয়
        - ২১। কৃষ্ণনাথ
          - 0
        - ২১। কালাচাঁদ
          - 0
        - ২১। কালিদাস
          - 0
        - ২১। ভৈরবচন্দ্র
          - ২২। ভগবানচন্দ্র
            - ২৩। সত্যানন্দ
              - ২৪। নলিনী
              - অজিত
          - ভুবনচন্দ্র
            - ২৩। কুলচন্দ্র
              - ২৪। নির্মল
                - ২৫। প্রদ্যোৎ
                - প্রণব
              - বিমল
              - ভূপেশ
                - ২৫। প্রবীর
                - সিদ্ধার্থ
              - পরিমল
              - অনিল
            - হেমচন্দ্র
              - ২৪। চারু
                - ২৫। প্রশান্তচন্দ্র
              - যতীন্দ্র
              - সুরেন্দ্র
            - নেপালচন্দ্র
              - ২৪। অনিল
              - ফটিক
              - বাহাদুর
              - তুষারকান্তি
            - গোপালচন্দ্র
              - ২৪। অমিয়
              - মাণিক
              - অমরেন্দ্র
              - তাপস
          - পূর্ণচন্দ্র (গৃহত্যাগী খৃষ্টান)
          - যোগেশচন্দ্র
          - গগনচন্দ্র
            - ২৩। অবিনাশ
              - ২৪। সুপতি
              - শ্রীপতি
              - ত্রিপতি
              - বিভূতি
              - শিবচন্দ্র
              - শম্ভুচন্দ্র
            - নামোহন
              - ২৪। সোমেন্দ্র
              - হেমেন্দ্র
              - নৃপেন্দ্র
              - প্রেমেন্দ্র
              - রাখাল
              - চন্দন
            - নরেশ
              - ২৪। কালীপদ
        - ২১। রামরাজা
    - ১৯। কীর্তিচন্দ্র
    - ১৯। জগদীশ
    - ১৯। মহাদেব
    - ১৯। রাম

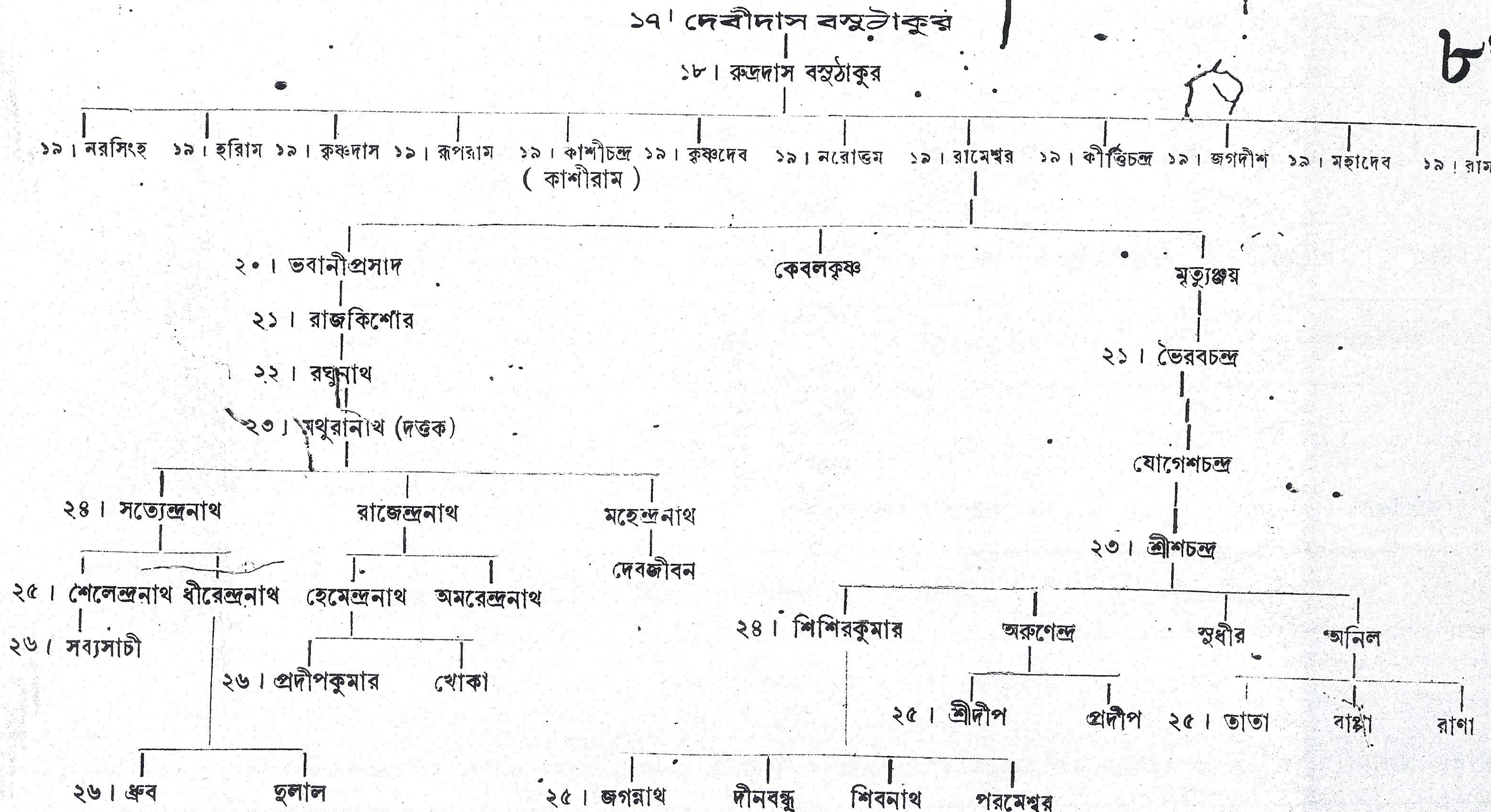
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। ভবানীপ্রসাদ
কেবলকৃষ্ণ
মৃত্যুঞ্জয়
২১। রাজকিশোর
২২। রঘুনাথ
২৩। মথুরানাথ (দত্তক)
২৪। সত্যেন্দ্রনাথ
রাজেন্দ্রনাথ
মহেন্দ্রনাথ
দেবজীবন
২৫। শৈলেন্দ্রনাথ
ধীরেন্দ্রনাথ
হেমেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ
২৬। সব্যসাচী
২৬। প্রদীপকুমার
খোকা
২৬। ধ্রুব
দুলাল
২১। ভৈরবচন্দ্র
যোগেশচন্দ্র
২৩। শ্রীশচন্দ্র
২৪। শিশিরকুমার
অরুণেন্দ্র
সুধীর
অনিল
২৫। শ্রীদীপ
প্রদীপ
২৫। তাতা
বাপ্পা
রাণা
২৫। জগন্নাথ
দীনবন্ধু
শিবনাথ
পরমেশ্বর

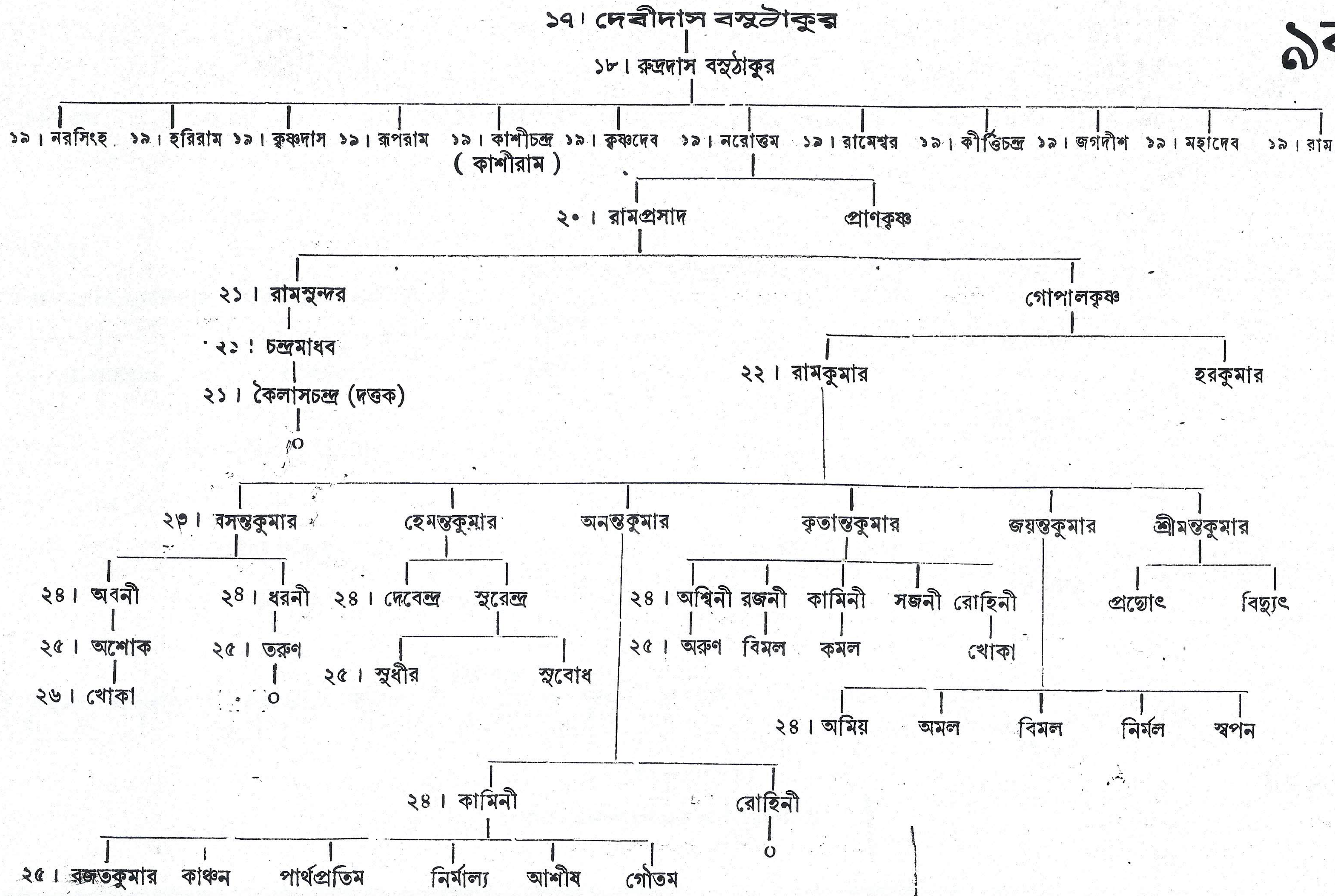
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। রামপ্রসাদ
প্রাণকৃষ্ণ
২১। রামসুন্দর
গোপালকৃষ্ণ
২২। চন্দ্রমাধব
২২। রামকুমার
হরকুমার
২১। কৈলাসচন্দ্র (দত্তক)
০
২৩। বসন্তকুমার
হেমন্তকুমার
অনন্তকুমার
কৃতান্তকুমার
জয়ন্তকুমার
শ্রীমন্তকুমার
২৪। অবনী
২৪। ধরনী
২৪। দেবেন্দ্র
সুরেন্দ্র
২৪। অশ্বিনী
রজনী
কামিনী
সজনী
রোহিনী
প্রদ্যোৎ
বিদ্যুৎ
২৫। অশোক
২৫। তরুণ
২৫। অরুণ
বিমল
কমল
খোকা
২৫। সুধীর
সুবোধ
২৬। খোকা
০
২৪। অমিয়
অমল
বিমল
নির্মল
স্বপন
২৪। কামিনী
রোহিনী
০
২৫। রজতকুমার
কাঞ্চন
পার্থপ্রতিম
নির্মাল্য
আশীষ
গৌতম

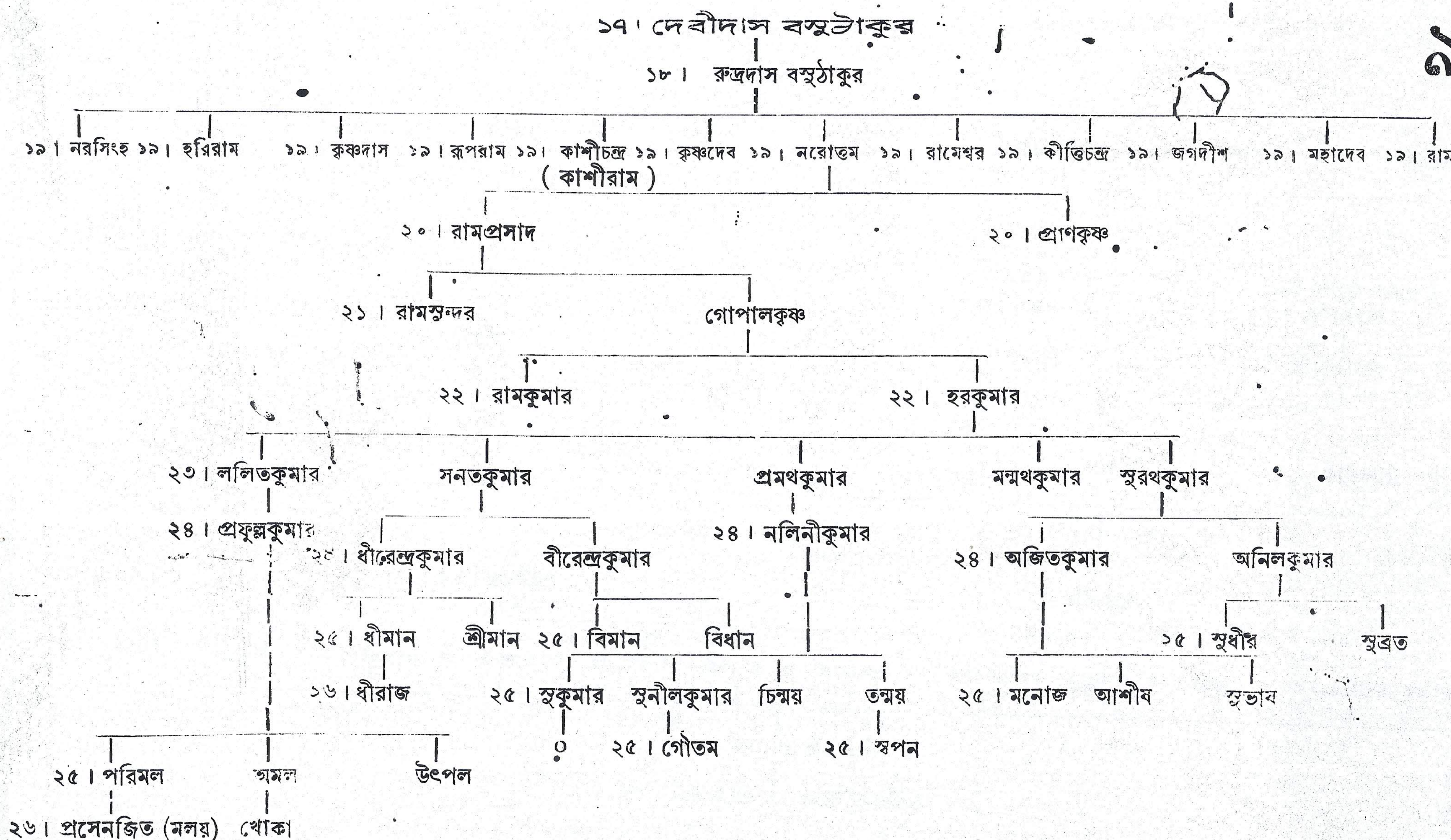
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। রামপ্রসাদ
২০। প্রাণকৃষ্ণ
২১। রামসুন্দর
গোপালকৃষ্ণ
২২। রামকুমার
২২। হরকুমার
২৩। ললিতকুমার
সনতকুমার
প্রমথকুমার
মন্মথকুমার
সুরথকুমার
২৪। প্রফুল্লকুমার
২৪। ধীরেন্দ্রকুমার
বীরেন্দ্রকুমার
২৪। নলিনীকুমার
২৪। অজিতকুমার
অনিলকুমার
২৫। ধীমান
শ্রীমান
২৫। বিমান
বিধান
১৫। সুধীর
সুব্রত
১৬। ধীরাজ
২৫। সুকুমার
সুনীলকুমার
চিন্ময়
তন্ময়
২৫। মনোজ
আশীষ
সুভায়
০
২৫। গৌতম
২৫। স্বপন
২৫। পরিমল
অমল
উৎপল
২৬। প্রসেনজিত (মলয়)
খোকা

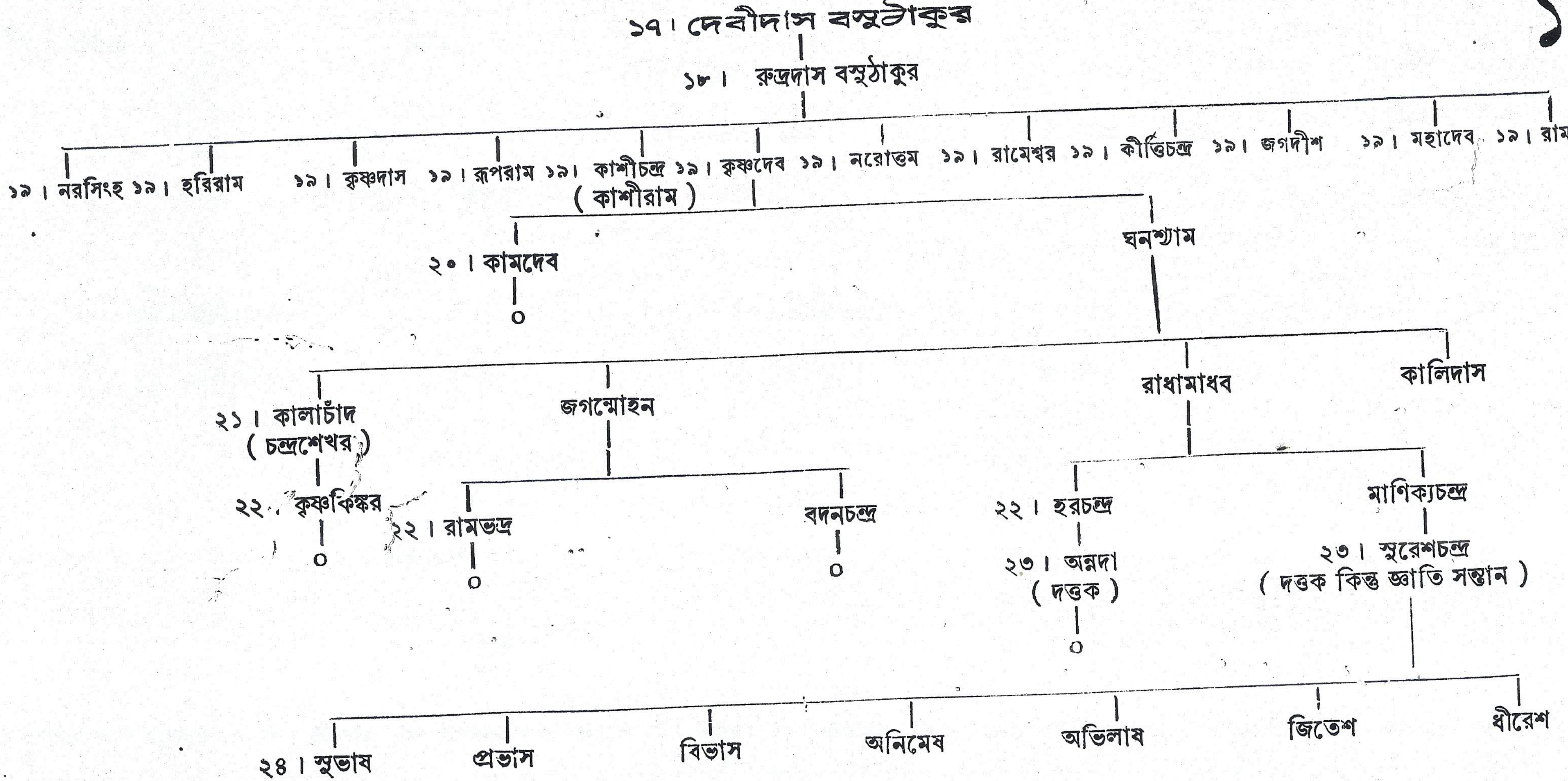
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। কামদেব
o
ঘনশ্যাম
২১। কালাচাঁদ (চন্দ্রশেখর)
জগন্মোহন
রাধামাধব
কালিদাস
২২। কৃষ্ণকিঙ্কর
o
২২। রামভদ্র
o
বদনচন্দ্র
o
২২। হরচন্দ্র
২৩। অন্নদা (দত্তক)
o
মাণিক্যচন্দ্র
২৩। সুরেশচন্দ্র (দত্তক কিন্তু জ্ঞাতি সন্তান)
২৪। সুভাষ
প্রভাস
বিভাস
অনিমেষ
অভিলাষ
জিতেশ
ধীরেশ

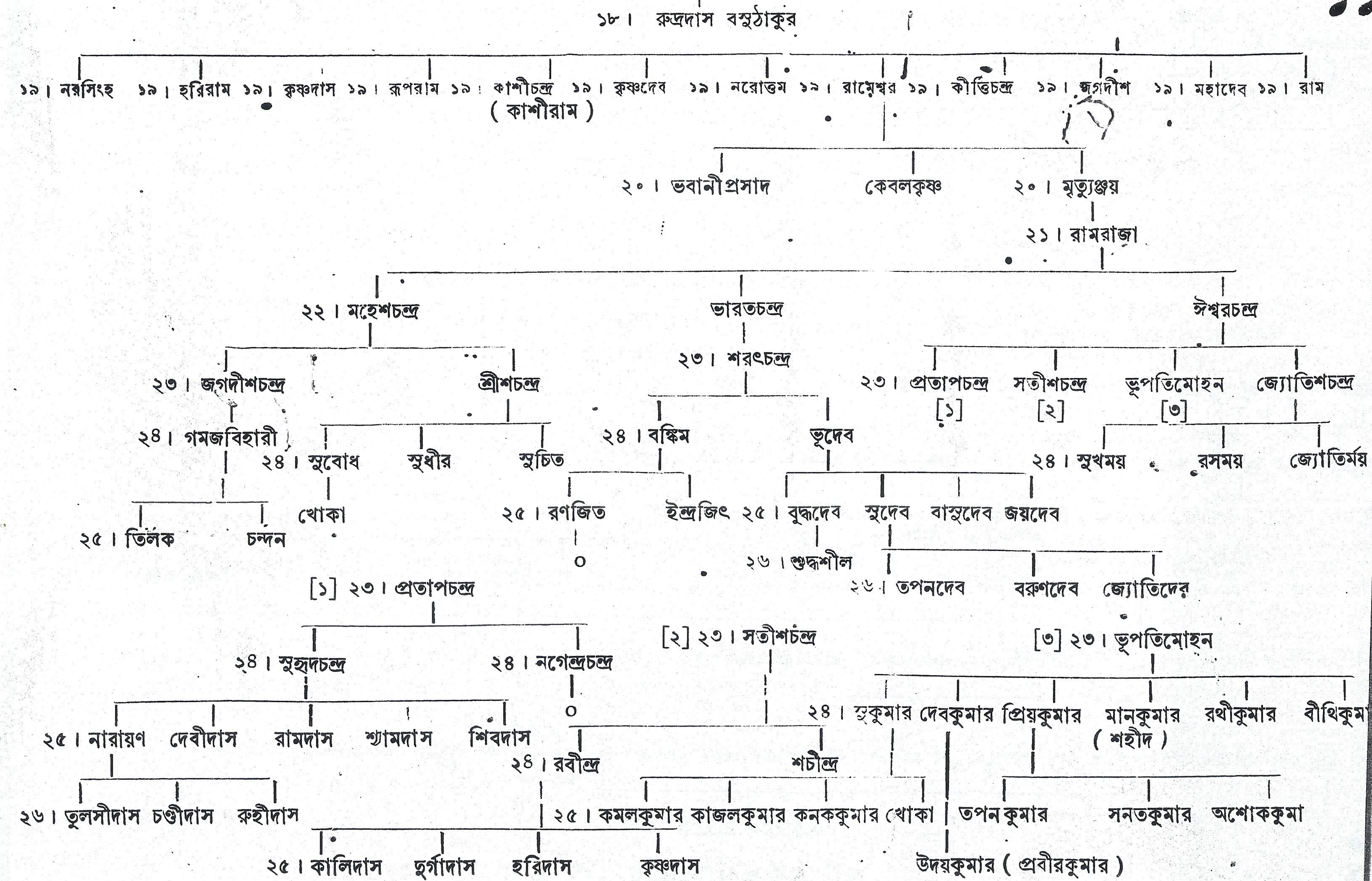

১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। ভবানীপ্রসাদ
কেবলকৃষ্ণ
২০। মৃত্যুঞ্জয়
২১। রামরাজা
২২। মহেশচন্দ্র
ভারতচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
২৩। জগদীশচন্দ্র
শ্রীশচন্দ্র
২৩। শরৎচন্দ্র
২৩। প্রতাপচন্দ্র [১]
সতীশচন্দ্র [২]
ভূপতিমোহন [৩]
জ্যোতিশচন্দ্র
২৪। গমজবিহারী
২৪। সুবোধ
সুধীর
সুচিত
২৪। বঙ্কিম
ভূদেব
২৪। সুখময়
রসময়
জ্যোতির্ময়
খোকা
২৫। রণজিত
ইন্দ্রজিৎ
২৫। বুদ্ধদেব
সুদেব
বাসুদেব
জয়দেব
২৫। তিলক
চন্দন
০
২৬। শুদ্ধশীল
২৬। তপনদেব
বরুণদেব
জ্যোতিদের
[১] ২৩। প্রতাপচন্দ্র
২৪। সুহৃদচন্দ্র
২৪। নগেন্দ্রচন্দ্র
০
২৫। নারায়ণ
দেবীদাস
রামদাস
শ্যামদাস
শিবদাস
২৬। তুলসীদাস
চণ্ডীদাস
রুইদাস
[২] ২৩। সতীশচন্দ্র
২৪। রবীন্দ্র
শচীন্দ্র
২৫। কালিদাস
দুর্গাদাস
হরিদাস
কৃষ্ণদাস
২৫। কমলকুমার
কাজলকুমার
কনককুমার
খোকা
[৩] ২৩। ভূপতিমোহন
২৪। সুকুমার
দেবকুমার
প্রিয়কুমার
মানকুমার (শহীদ)
রথীকুমার
বীথিকুমা
তপনকুমার
সনতকুমার
অশোককুমা
উদয়কুমার (প্রবীরকুমার)

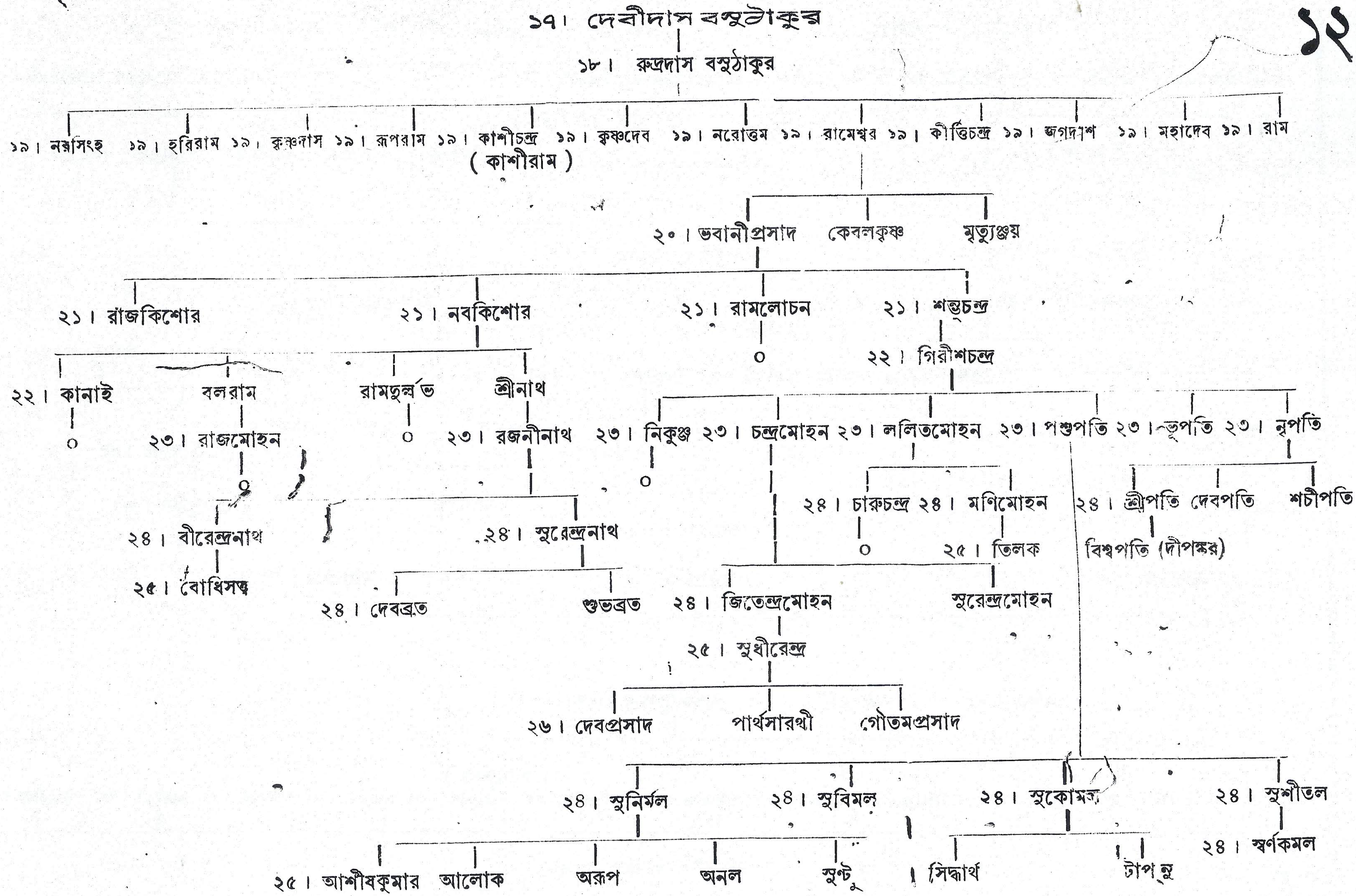
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্তিচন্দ্র
১৯। জগদ্দাশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। ভবানীপ্রসাদ
কেবলকৃষ্ণ
মৃত্যুঞ্জয়
২১। রাজকিশোর
২১। নবকিশোর
২১। রামলোচন
২১। শম্ভুচন্দ্র
২২। গিরীশচন্দ্র
২২। কানাই
বলরাম
রামদুর্লভ
শ্রীনাথ
২৩। রাজমোহন
২৩। রজনীনাথ
২৩। নিকুঞ্জ
২৩। চন্দ্রমোহন
২৩। ললিতমোহন
২৩। পশুপতি
২৩। ভূপতি
২৩। নৃপতি
২৪। বীরেন্দ্রনাথ
২৫। বোধিসত্ত্ব
২৪। সুরেন্দ্রনাথ
২৪। দেবব্রত
শুভব্রত
২৪। চারুচন্দ্র
২৪। মণিমোহন
২৫। তিলক
২৪। শ্রীপতি
দেবপতি
শচীপতি
বিশ্বপতি (দীপঙ্কর)
২৪। জিতেন্দ্রমোহন
সুরেন্দ্রমোহন
২৫। সুধীরেন্দ্র
২৬। দেবপ্রসাদ
পার্থসারথী
গৌতমপ্রসাদ
২৪। সুনির্মল
২৪। সুবিমল
২৪। সুকোমল
২৪। সুশীতল
২৪। স্বর্ণকমল
২৫। আশীষকুমার
আলোক
অরূপ
অনল
সুণ্টু
সিদ্ধার্থ
টাপনু

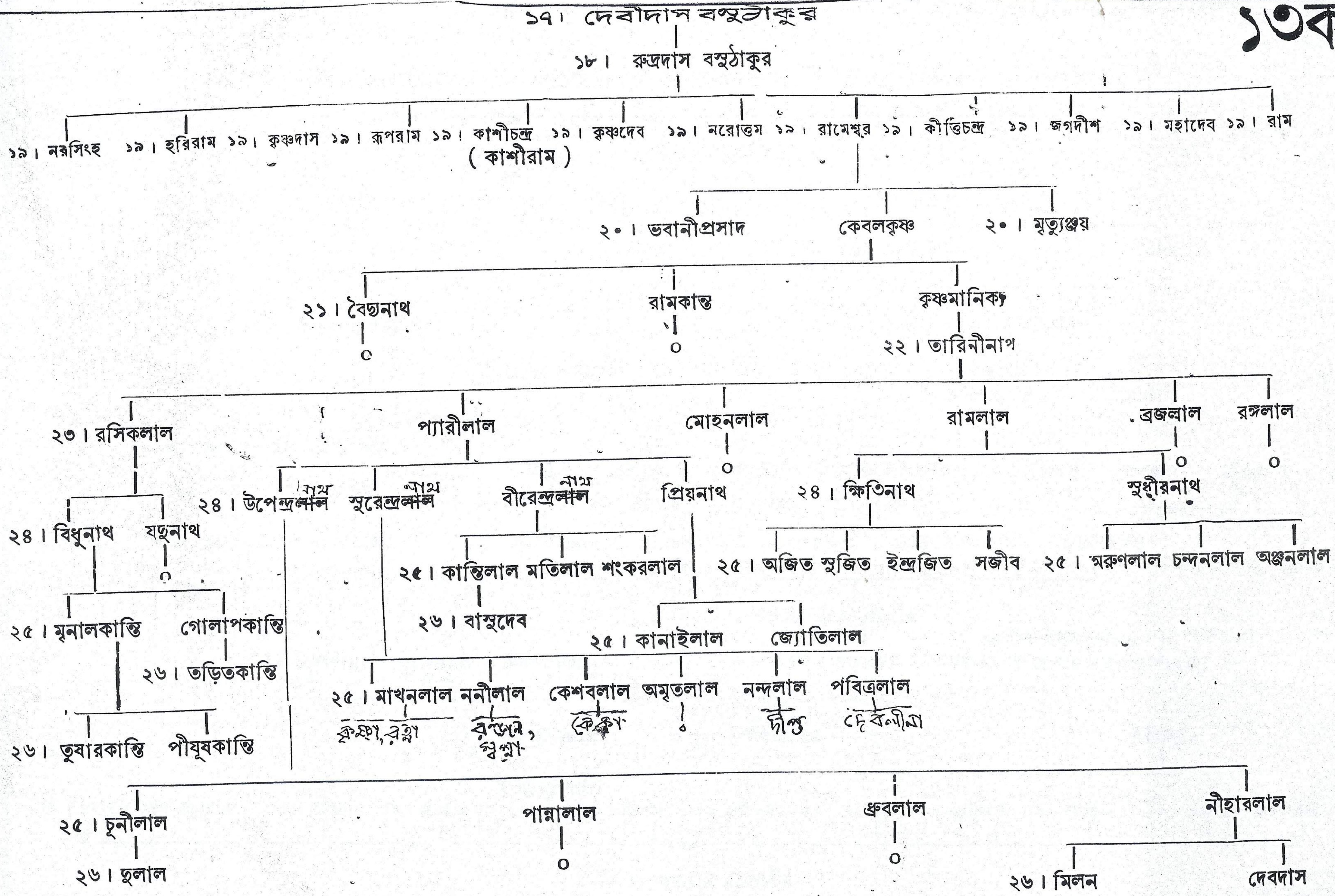
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। ভবানীপ্রসাদ
কেবলকৃষ্ণ
২০। মৃত্যুঞ্জয়
২১। বৈদ্যনাথ
রামকান্ত
কৃষ্ণমানিক্য
২২। তারিনীনাথ
২৩। রসিকলাল
প্যারীলাল
মোহনলাল
রামলাল
ব্রজলাল
রঙ্গলাল
২৪। বিধুনাথ
যদুনাথ
২৪। উপেন্দ্রলাল
সুরেন্দ্রলাল
বীরেন্দ্রলাল
প্রিয়নাথ
২৪। ক্ষিতিনাথ
সুধীরনাথ
২৫। কান্তিলাল মতিলাল শংকরলাল
২৫। অজিত সুজিত ইন্দ্রজিত সজীব
২৫। অরুণলাল চন্দনলাল অঞ্জনলাল
২৫। মৃনালকান্তি
গোলাপকান্তি
২৬। বাসুদেব
২৫। কানাইলাল
জ্যোতিলাল
২৬। তড়িতকান্তি
২৫। মাখনলাল ননীলাল
কেশবলাল
অমৃতলাল
নন্দলাল
পবিত্রলাল
২৬। তুষারকান্তি
পীযূষকান্তি
২৫। চুনীলাল
পান্নালাল
ধ্রুবলাল
নীহারলাল
২৬। দুলাল
২৬। মিলন
দেবদাস

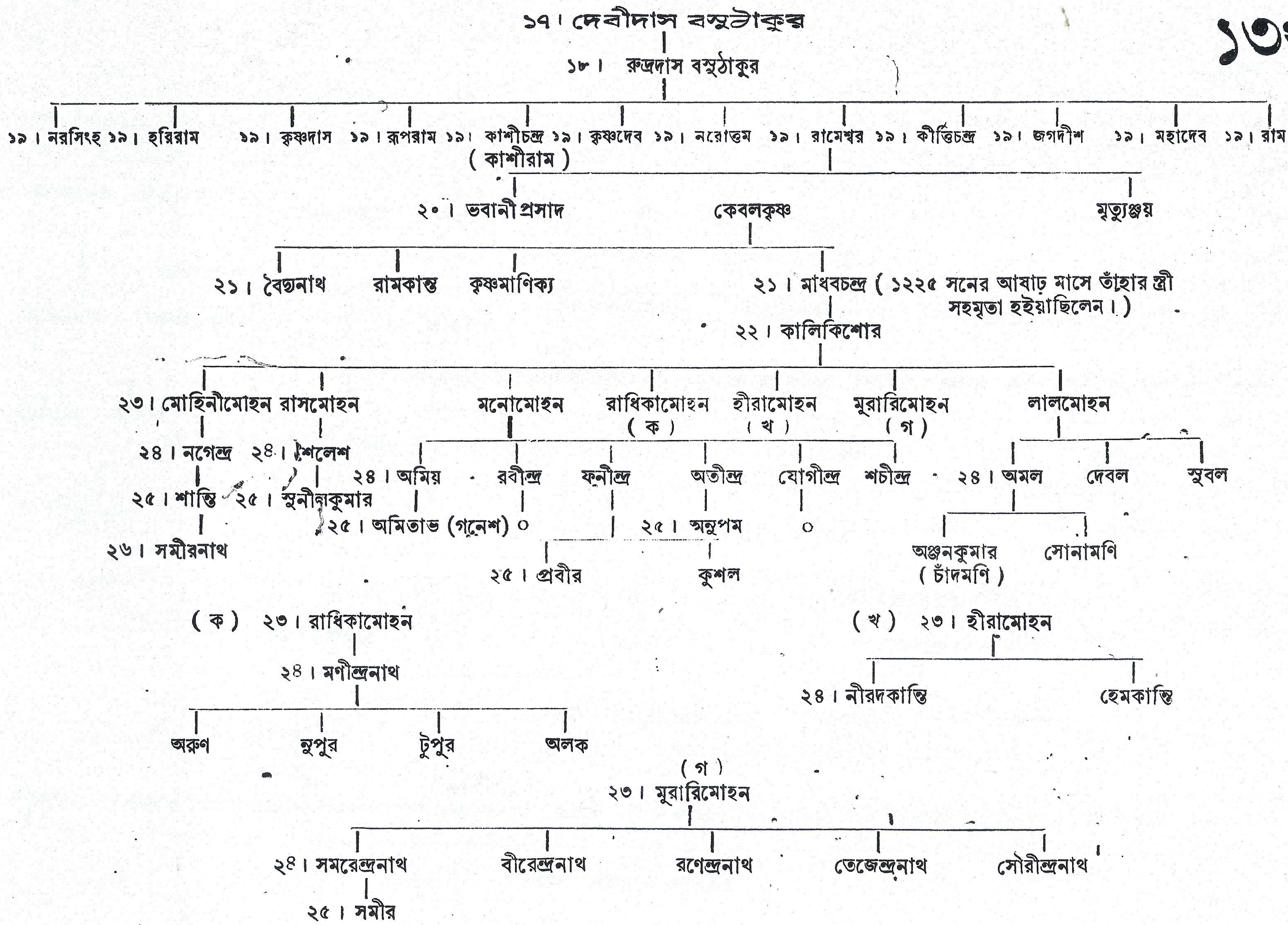
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। ভবানীপ্রসাদ
কেবলকৃষ্ণ
মৃত্যুঞ্জয়
২১। বৈদ্যনাথ
রামকান্ত
কৃষ্ণমাণিক্য
২১। মাধবচন্দ্র (১২২৫ সনের আষাঢ় মাসে তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন।)
২২। কালিকিশোর
২৩। মোহিনীমোহন
রাসমোহন
মনোমোহন
রাধিকামোহন (ক)
হীরামোহন (খ)
মুরারিমোহন (গ)
লালমোহন
২৪। নগেন্দ্র
২৪। শৈলেশ
২৪। অমিয়
রবীন্দ্র
ফনীন্দ্র
অতীন্দ্র
যোগীন্দ্র
শচীন্দ্র
২৪। অমল
দেবল
সুবল
২৫। শান্তি
২৫। সুনীলকুমার
২৫। অমিতাভ (গনেশ) ০
২৫। অনুপম
০
অঞ্জনকুমার (চাঁদমণি)
সোনামণি
২৬। সমীরনাথ
২৫। প্রবীর
কুশল
(ক) ২৩। রাধিকামোহন
২৪। মণীন্দ্রনাথ
অরুণ
নুপুর
টুপুর
অলক
(খ) ২৩। হীরামোহন
২৪। নীরদকান্তি
হেমকান্তি
(গ)
২৩। মুরারিমোহন
২৪। সমরেন্দ্রনাথ
বীরেন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
তেজেন্দ্রনাথ
সৌরীন্দ্রনাথ
২৫। সমীর

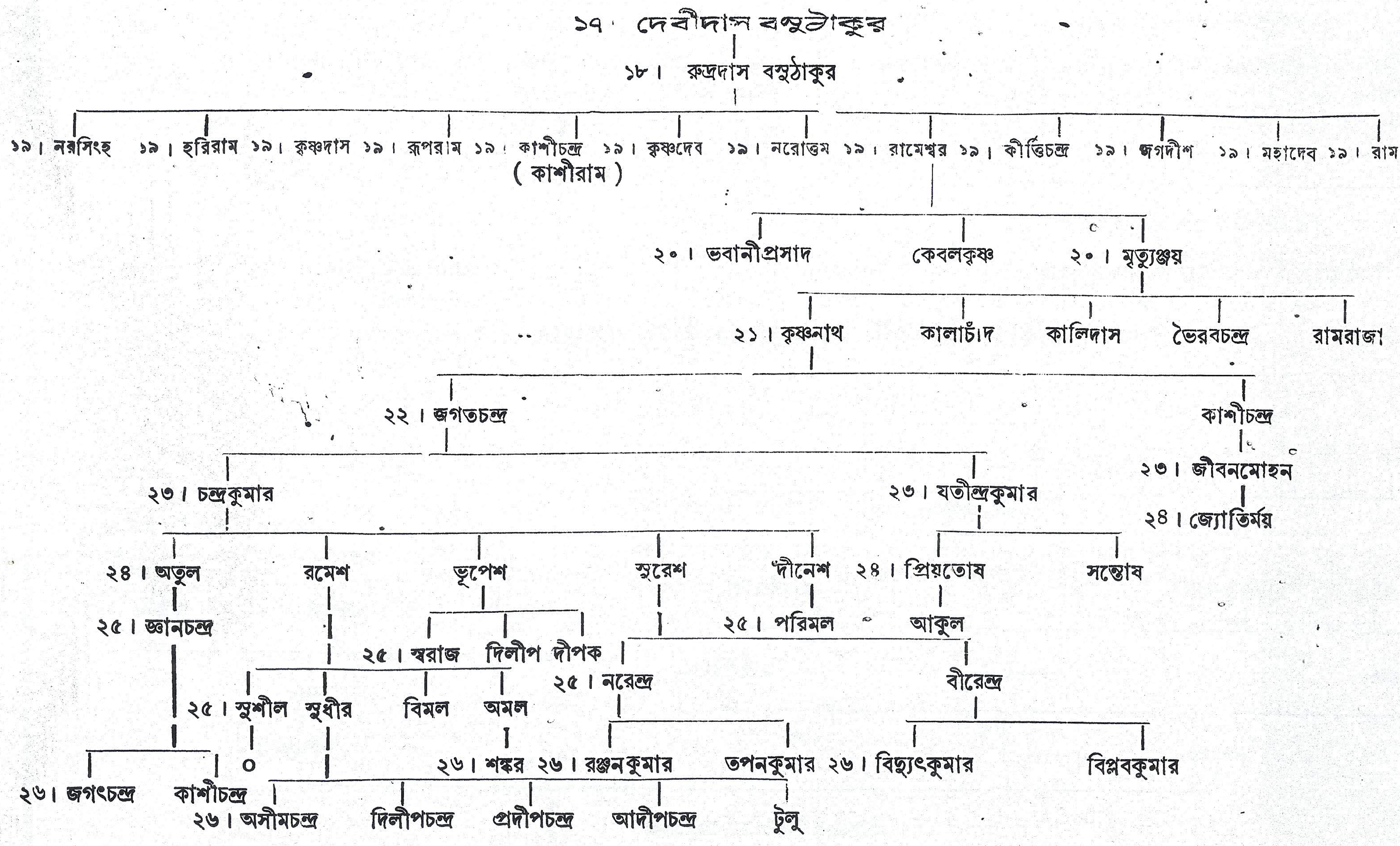
১৭। দেবীদাস বসুঠাকুর
১৮। রুদ্রদাস বসুঠাকুর
১৯। নরসিংহ
১৯। হরিরাম
১৯। কৃষ্ণদাস
১৯। রূপরাম
১৯। কাশীচন্দ্র (কাশীরাম)
১৯। কৃষ্ণদেব
১৯। নরোত্তম
১৯। রামেশ্বর
১৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগদীশ
১৯। মহাদেব
১৯। রাম
২০। ভবানীপ্রসাদ
কেবলকৃষ্ণ
২০। মৃত্যুঞ্জয়
২১। কৃষ্ণনাথ
কালাচাঁদ
কালিদাস
ভৈরবচন্দ্র
রামরাজা
২২। জগতচন্দ্র
কাশীচন্দ্র
২৩। জীবনমোহন
২৪। জ্যোতির্ময়
২৩। চন্দ্রকুমার
২৩। যতীন্দ্রকুমার
২৪। অতুল
রমেশ
ভূপেশ
সুরেশ
দীনেশ
২৪। প্রিয়তোষ
সন্তোষ
২৫। জ্ঞানচন্দ্র
২৫। পরিমল
আকুল
২৫। স্বরাজ
দিলীপ
দীপক
২৫। নরেন্দ্র
বীরেন্দ্র
২৫। সুশীল
সুধীর
বিমল
অমল
০
২৬। শঙ্কর
২৬। রঞ্জনকুমার
তপনকুমার
২৬। বিদ্যুৎকুমার
বিপ্লবকুমার
২৬। জগৎচন্দ্র
কাশীচন্দ্র
২৬। অসীমচন্দ্র
দিলীপচন্দ্র
প্রদীপচন্দ্র
আদীপচন্দ্র
টুলু

১। মালখাঁনগরস্থ কাঁচাবালিয়ার গুহবংশ

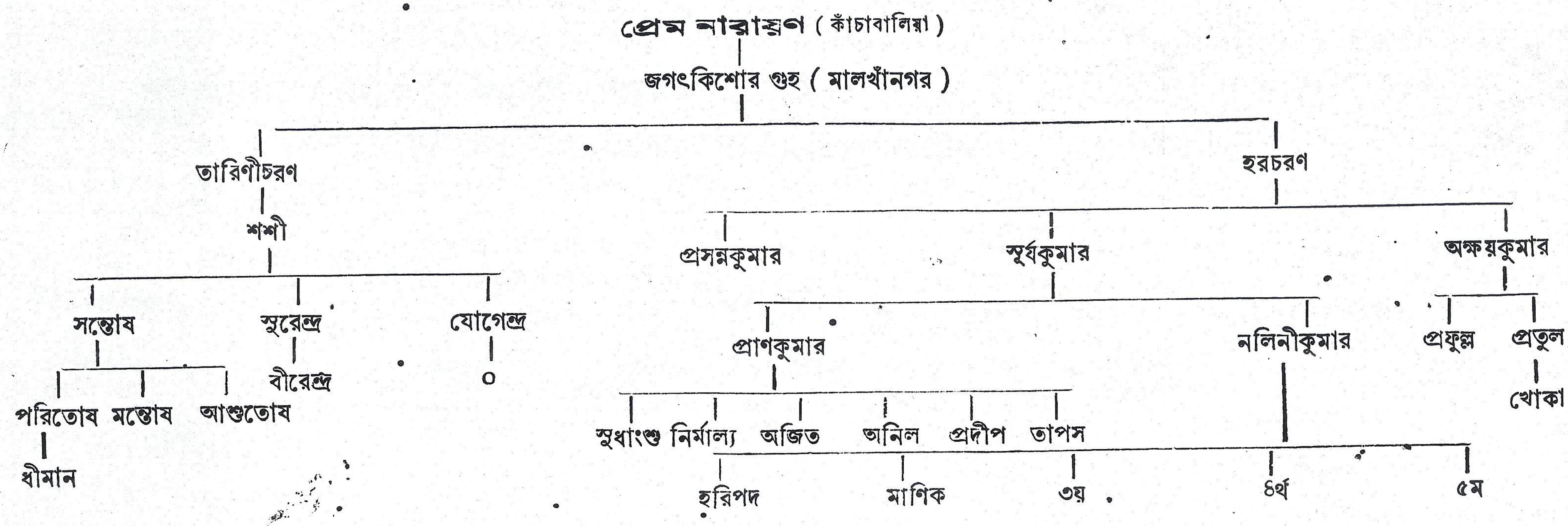

২। মালখাঁনগরস্থ বানরিপাড়া গুহঠাকুরতাবংশ

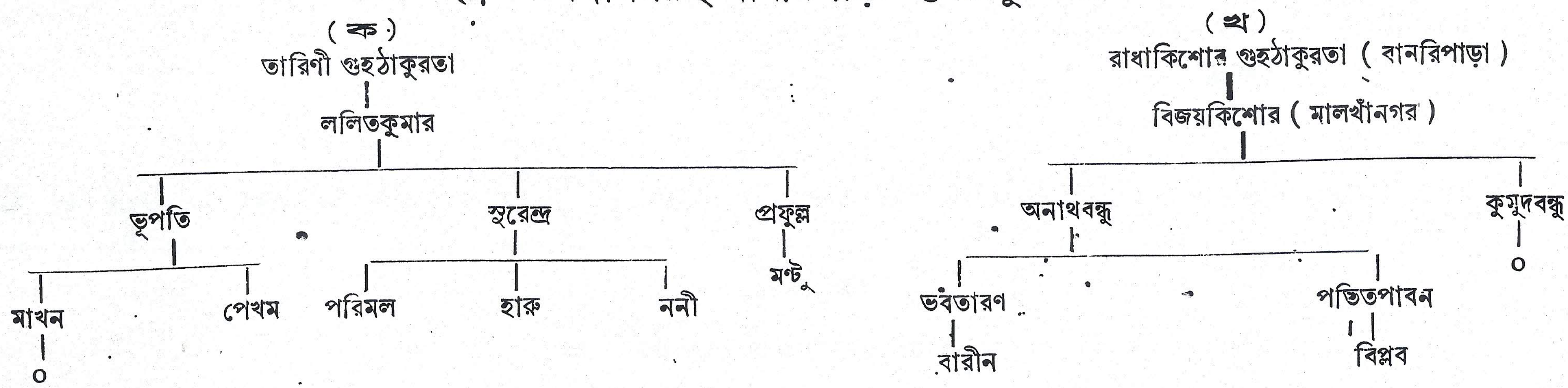

৩। মালখাঁনগরস্থ গাভার ঘোষ দস্তিদারবংশ

রাধাকিশোর ঘোষদস্তিদার (গাভা)

- ১। মহিমচন্দ্র (গাভা)
- ২। রজনীনাথ (মালখাঁনগর)
  - ১। অনুকূলচন্দ্র
    - ১। হেমচন্দ্র
      - ১। খোকা
    - ২। বিশু
    - ৩। পরেশ
    - ৪। নিরুপম
  - ২। বিপিনচন্দ্র
  - ৩। অবনীমোহন
    - ১। অনিলচন্দ্র
      - খোকন
      - খোকা
      - ৩য়
      - ৪র্থ
  - ৪। মণীন্দ্রমোহন
  - ৫। সুরেন্দ্রমোহন
    - ১। সুকুমার
    - ২। সুহাসকুমার